POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
28

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 13 ই জুলাই , 2017 13 ওফা ,1396 হিজরী শামসী 18 শওয়াল 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

খোদা তা'লা তাহাদের আশ্রয়দাতা হইয়া যান যাহারা তাঁহার হইয়া যায়।

খোদার দিকে এস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধ ভাব পরিহার কর। তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিও না, তাঁহার বান্দাদের প্রতি মুখ বা হস্ত দ্বারা জুলুম করিও না, এবং আসমানী কহর ও গযবকে ভয় করিতে থাক; ইহাই হইল মুক্তির পথ।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

হে আমীর-বাদশাহ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ! আপনাদের মধ্যে এরূপ লোক অল্পই যাহারা খোদা তা'লাকে ভয় করেন এবং তাঁহার পথে সততা ও সাধুতা অবলম্বন করিয়া চলেন। অধিকাংশই দুনিয়ার সম্পদ ও দুনিয়ার ঐশ্বর্যে মত্ত হইয়া আছে; তাহাতেই জীবন নিঃশেষ করিতেছে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করিতেছে না। প্রত্যেক আমীর বা ধনী ব্যক্তি, যে নামায পড়ে না এবং খোদা তা'লাকে পরওয়া করে না, তাহার সমস্ত (বেনামাযী) ভৃত্য ও কর্মচারীর পাপ তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে। যে আমীর সুরা পান করে তাহার স্কন্ধে ঐ সকল লোকের পাপও ন্যস্ত হইবে, যাহারা তাহার অধীনে থাকিয়া সুরা পান করিয়া থাকে। হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! এই দুনিয়া চিরকাল থাকিবার জায়গা নহে। তোমরা সাবধান হও, সকল অনাচার পরিহার কর এবং সকল প্রকার মাদকদ্রব্য বর্জন কর। মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য শুধু সুরা পানই নহে, বরং আফিন, গাঁজা, চরস, ভাঙ, তাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য, যাহা সদা ব্যবহারের অভ্যাস করিয়া লওয়া হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংস করে। অতএব, তোমরা এইসব হইতে দূরে থাক। আমি বুঝিতে পারি না তোমরা কেন এই সকল জিনিষ ব্যবহার কর যাহার কুফলে প্রতি বৎসর তোমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র নেশায় অভ্যস্ত লোক এই দুনিয়া হইতে অহরহ চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে। পকালের আযাব তো পৃথক রহিয়াছে। সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদা তা'লা আশিস প্রাপ্ত হও। অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন অভিশপ্ত জীবন। অতিরিক্ত রূঢ় স্বভাবপরায়ণ ও রুক্ষ জীবন যাপন অভিশপ্ত জীবন। খোদা তা'লার প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন হইতে অতিরিক্ত উদাসীন হওয়া অভিশপ্ত জীবন। খোদা তা'লার হক এবং বান্দার হক সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ঠিক সেইরূপই প্রশ্ন করা হইবে যেইরূপ একজন ফকিরকে করা হইবে বরং তদাপেক্ষাও অধিক। অতএব, সেই ব্যক্তি কত হতভাগ্য, যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করিয়া খোদা তা'লা হইতে বিমুখ হয় এবং খোদা তা'লার অবৈধ বস্তু এইরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে, যেন সেই অবৈধ বস্তু তাহার পক্ষে বৈধ হইয়া গিয়াছে, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাগলের মত কাহাকেও গালি দিতে, কাহাকেও আহত করিতে ও কাহাকেও হত্যা করিতে সে উদ্যত হয় এবং কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের একশেষ করে। সুতরাং মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনও সে প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে না। হে প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ এবং তাহার অনেকখানি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিও না, যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মাননীয় গভর্নমেন্ট তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখ, খোদা তা'লার অসন্তুষ্টি হইতে তোমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পার? যদি তোমরা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) বলিয়া সাব্যস্ত হও, তাহা হইলে কেহই তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, খোদা তা'লা স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণ-নাশের চেষ্টায় আছে, সে তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের হেফাযতকারী কেহই নাই; তোমরা শত্রুর ভয়ে বা অন্যান্য বিপদাপদে পতিত হইয়া অশান্তির জীবন যাপন করিবে এবং তোমাদের জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখে ও ক্ষোভে অতিবাহিত হইবে। খোদা তা'লা তাহাদের আশ্রয়দাতা হইয়া যান যাহারা তাঁহার হইয়া যায়। অতএব খোদার দিকে এস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধ ভাব পরিহার কর। তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিও না, তাঁহার বান্দাদের প্রতি মুখ বা হস্ত দ্বারা জুলুম করিও না, এবং আসমানী কহর ও গযবকে ভয় করিতে থাক; ইহাই হইল মুক্তির পথ।

হে মুসলিম আলেমগণ! আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইও না। কারণ ঐরূপ অনেক গূঢ় রহস্য আছে যাহা মানুষ শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারে না। কথা শুনিবা মাত্রই তাহা রদ করিতে উদ্যত হইও না, কারণ ইহা তাকওয়া বা ধর্ম-নিষ্ঠার পদ্ধতি নহে। তোমাদের মধ্যে যদি ভ্রান্তি না ঘটিত এবং তোমরা যদি হাদীসের বিকৃত অর্থ না করিতে, তাহা হইলে ন্যায়-বিচাররকরূপে যে মসীহ মাওউদের আগমণের কথা আছে, তাঁহার আগমণই বৃথা হইত।

তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তোমাদের পূর্বেকার এক ঘটনা রহিয়াছে। যে বিষয়ে তোমরা জোর দিচ্ছ এবং যে পথ তোমরা ধরিয়াছ, ইহুদীরাও সেই পথই ধরিয়াছিল অর্থাৎ তোমরা যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমণের অপেক্ষায় আছ; তদ্রূপ তাহারাও হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমণের অপেক্ষায় ছিল। তাহারা বলিত, মসীহ তখনই আসিবেন যখন ইহার পূর্বে ইলিয়াস নবী, যিনি আকাশে উত্তোলন হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আবির্ভূত হইবেন; এবং যে ব্যক্তি

এরপর দুইয়ের পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ইসলাম, খেলাফত ও গণতন্ত্র

(দ্বিতীয় পর্ব)

যদি আমরা এই আয়াতটিকে গুরুত্বসহকারে নিই, তবে বর্তমানে তথাকথিত মুসলিম দেশগুলিতে যে অবিচার ও প্রতারণা চলছে, তবে সমস্ত কিছুই বাতিল বলে গণ্য হয়। কারণ আইন প্রনয়ণ বা অন্য কোন উপায়ে অমুসলিমদেরকে ইসলামিক আইন মানতে বাধ্য করা অবিচার। যদি সমস্ত নাগরিকও মুসলমান থাকত তবুও এটা করা কঠিন হত। ইসলামের মধ্যে ৭৩ টি সম্প্রদায়, প্রত্যেকটিই একজন মুসলমানের পরিভাষা সহ নানান বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। তবে কে নির্ধারণ করবে যে, কোন সম্প্রদায়টি সর্বসম্মতি ক্রমে প্রশ্নাতীত ভাবে সঠিক এবং অনুসরণ যোগ্য ?

ইসলাম প্রশাসন থেকে ধর্মের পৃথকীকরণকে সমর্থন করে

পক্ষান্তরে, ইসলাম শক্রর প্রতিও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার পরামর্শ দেয়। এবং হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ) খলিফাতুল মসীহ ৫ম, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়ার নেতা বিশ্বব্যাপি তাঁর বিভিন্ন ভাষণে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহতা'লা বলেছেন যে, একটি ন্যায়পরায়ণ প্রশাসনের জন্য ধর্মীয় বিষয়াদিকে প্রশাসনিক বিষয়াদির থেকে পৃথক রাখা এবং প্রত্যেক নাগরিককে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান করা আবশ্যক। এই নীতি যথার্থ এবং ব্যতিক্রমহীন, এমনকি যারা তোমার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করে এবং যারা এই বিরোধীতার কারণে ক্রমাগত তোমাদের উপর নির্যাতন করেছে। পবিত্র কোরআন মজীদ বর্ণনা করে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۹

অর্থাৎ "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শক্রতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" একটি প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল নীতি এটিই যে, ধর্ম এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করবে না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভেদ যেন কোন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এতদসত্ত্বেও কেউ কিভাবে এমন গুরুতর অভিযোগ হানতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষা যথাযথ নয় ?

এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, যারা নিজেদেরকে ন্যায়পরায়ণ ও শিক্ষিতরূপে বিবেচনা করে তারা ইসলামী শিক্ষাকে একবার বুঝে নেওয়ার পরও সেটাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে পারে ।

মহানবী (সাঃ) বিষয়টিকে সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের সামনে এক বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মদীনাতে আঁ হযরত (সাঃ) কে মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রশাসনিক নেতা হিসাবে গ্রহণ করে। মহানবী (সাঃ) এর নিকটে যখনই কেউ উপস্থিত হয়ে তাদের সমস্যা ও বিবাদসমূহ নিরসনের জন্য উপস্থাপন করত, যদিও তিনি (সাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত শেষ ও পরিপূর্ণ ইসলামী বিধান নিয়ে নবীরূপে আবির্ভূত হন, তা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমার সমস্যার নিদান তুমি ইহুদী আইনানুযায়ী চাও, না কি ইসলামী আইন অনুযায়ী কিম্বা গোষ্ঠী আইনানুযায়ী চাও? এর কারণ এটাই ছিল যে, তিনি (সাঃ) কেবল নবী-ই ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি (সাঃ) প্রশাসনিক সর্বাধিকর্ত্তাও ছিলেন। এবং সমাজের সদস্য হিসাবে তাদের অধিকারকে মূল্য দিতেন। যদি বাস্তবে এমন ধরনের বোঝা চাপানো ইসলামে স্বীকৃত হত, যা মোল্লা ও ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ প্রবণরা (ইসলাম) অনুমোদিত বলে বিশ্বাস করে, তবে এটা নিশ্চয়ই মহানবী (সাঃ) এর সুন্নতের পরিপন্থী।

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন :

"ইসলাম ধর্মীয় বা রাজনৈতিক তন্ত্রের বিপরীতে ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন তন্ত্রের সমর্থন করে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার নির্যাসই হল এই যে, ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে ন্যায় বিচারকে অনুশীলন করাতে হবে। প্রশাসনিক বিষয়ে এর প্রতিই কুরআন করীম আমাদের বিশেষরূপে আদেশ দেয়।

ইসলামী আইন

অবশেষে, ইসলামী আইন নিয়ে আরও একটি উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। প্রথম উদ্বেগ হল, কিভাবে ইসলামী আইন ও রীতি-রেওয়াজ উদার রাজ্যে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করবে? মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, কুরআনে উল্লিখিত আইন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন মজীদ বর্ণনা করে,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ
الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝۹۱

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অনুগ্রহসুলভ অচরণের ও পরমাত্মীয়সুলভ দানশীলতার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, প্রকাশ্য দুষ্কর্ম ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (সূরা নাহ্‌ল, আয়াত : ৯১)

তথাপি বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু নির্দেশ অসঙ্গত মনে হয়। আমরা যদি উত্তরাধিকার আইনের প্রতি দৃষ্টি দিই তবে দেখব যে, বোনরা ভাইদের অর্ধাংশ পায়। এতে মনে হয় যেন নারীদেরকে সমান অধিকার দেওয়া হল না। কিন্তু এই অসম উত্তিরাধিকার হল নারী ও পুরুষ উভয়ের দ্বারা সম্পাদিত ভিন্ন দায়িত্বাবলীর প্রতিফলন মাত্র। পুরুষরা তাদের পরিবারের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব পালনের জন্য দায়বদ্ধ। এর বিপরীতে, নারীরা তাদের অংশের সম্পূর্ণটাই নিজের উপর ব্যয় করতে পারে। এবং অন্য কারোর জন্য ব্যয় করতে বাধ্য নয়। এই কারণে আবশ্যকীয়ভাবে পুরুষের অংশ তার পরিবারের মধ্যে বন্টিত হয়, অপরদিকে নারীর অংশটা সম্পূর্ণটাই অবন্টিত থাকে। এই কারণ গুলি বিবেচনা করে ইসলাম বিশ্বাস করে যে, এটা কেবলমাত্র উত্তরাধিকার বন্টন। ইসলাম জানে যে, অন্যেরা হয়তো দ্বিমত পোষণ করতে পারে এবং এই কারণেই এই আইনগুলি কেবল মুসলমানদের জন্য, অমুসলি দের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ভুল হবে। যেহেতু এটাও একটা অবিচার আর কুরআন মজীদ আমাদেরকে এই কাজ করা থেকে বাধা প্রদান করে। অনুরূপে, অপরাধ সংক্রান্ত আইনটির বিষয় রয়েছে। উদাহরণত ব্যভিচার ও চুরির শাস্তির বিষয়টিকে নেওয়া যাক। এগুলি সাধারণত আইনসম্মত বিষয় যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রশাসনের। সেই আইনগুলি কি ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণীত হওয়া আবশ্যক?

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ) বলেছেন "কোন প্রদেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপে ধর্মকে মুখ্য আইন প্রণেতার ভূমিকা পালন করা আবশ্যক নয়।"

****

একের পাতার পর....

ইলিয়াসের আগমণের পূর্বেই মসীহ হওয়ার দাবী করিবে, সে মিথ্যাবাদী হইবে। তাহারা যে কেবল হাদীস সমূহের ভিত্তিতেই এরূপ ধারণা পোষণ করিত তাহা নহে বরং ইহার সমর্থনে ঐশী-গ্রন্থ মালাকি নবীর কেতাব পেশ করিত। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) যখন নিজের সম্বন্ধে ইহুদীদের মসীহ হইবার দাবী করিলেন এবং এই দাবীর শর্ত স্বরূপ হযরত ইলিয়াস আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না, তখন ইহুদীদের এই ধর্ম-বিশ্বাস অমূলক প্রতিপন্ন হইল; এবং ইলিয়াস নবী সশরীরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ইহুদীদের যে ধারণা ছিল, অবশেষে ইহার এই অর্থ প্রকাশিত হইল যে, ইলিয়াসে চরিত্র ও গুণ-বিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন। যে ঈসা (আ.)-কে দ্বিতীয়বার আকাশ হইতে নামাইতেছ, সেই ঈসা (আ.) স্বয়ং এই অর্থ করিয়াছে। অতএব তোমাদের পূর্বে ইহুদীগণ যে জায়গায় হোঁচট খাইয়াছিল, তোমরাও কেন সেই একই জায়গায় হোঁচট খাইতেছ? তোমাদের দেশে সহস্র সহস্র ইহুদী বর্তমান রহিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তোমরা যে আকীদা প্রকাশ করিতেছ ইহুদীগণও ঠিক একইরূপে আকীদা পোষণ করে কি না?

সুতরাং যে খোদা ঈসা (আ.)-এর খাতিরে ইলিয়াস নবীকে আকাশ হইতে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করেন নাই এবং তজ্জন্য ইহুদীদের সম্মুখে তাঁহাকে ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সেই খোদা তোমাদের খাতিরে কিরূপে ঈসা (আ.)-কে অবতীর্ণ করিবেন? যাঁহাকে তোমরা দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করিতেছ তাঁহারই সিদ্ধান্ত তোমরা অগ্রাহ্য করিতেছ। যদি সন্দেহ হয়, তাহা হইলে এদেশে লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান বর্তমান আছে এবং তাহাদের ইঞ্জিলও বর্তমান আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও যে, হযরত ঈসা (আ.) সত্যই ইহা বলিয়াছিলেন কি না যে, ইয়ুহান্না অর্থাৎ ইয়াহহিয়া-ই (আ.) সেই ইলিয়াস (আ.) যাঁহার দ্বিতীয় আবির্ভাবের কথা ছিল, এবং এই কথা বলিয়া তিনি ইহুদীদের পুরাতন আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন যদি ইহা জরুরী হয় যে, ঈসা নবীই (আ.) আকাশ হইতে আগমণ করিবেন, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় হযরত ঈসা (আ.) সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। কেননা, আকাশ হইতে প্রত্যাবর্তন করা যদি আল্লাহর সুন্নতের অন্তর্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইলিয়াস নবী কেন প্রত্যাবর্তন করিলেন না, এবং কেনই বা এস্থলে ইয়াহহিয়া (আ.)কে ইলিয়াস (আ.) বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হইল? জ্ঞানীজনের জন্য ইহা চিন্তা করিবার বিষয়? (কিশতিয়ে নূহ, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৭৩)

জুমআর খুতবা

বিগত খুতবায় আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা রোযা এবং রমযানের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেটি হল হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি করা। এই প্রসঙ্গে আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম যেখানে তাকওয়া অর্জন করার উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টি আমাদের হৃদয়াঙ্গম করার জন্য বিভিন্ন স্থানে এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন যাতে আমাদের অন্তরে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের প্রতেকটি কর্ম এবং আচরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মানুষের মুত্তাকী হওয়ার জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, সে ইবাদতকারী হবে বা কেবল 'হুকুকুল্লাহ্'র দায়িত্ব পালনকারী হবে বরং তিনি বলেছেন- মুত্তাকি সে-ই যার চারিত্রিক মানও উচ্চ হবে এবং অন্যদের উপর নিজের নৈতিকতার মাধ্যমে সাধুতা এবং তাকওয়ার প্রভাব ফেলবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিভিন্ন নির্দেশের আলোকে উৎকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন কারার গুরুত্ব এবং সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী। আল্লাহ্ তা'লা এই দিনগুলিতে সেই অলসতা দূর করার উপকরণ দিয়েছেন। এই মাসে প্রত্যেককে চারিত্রিক উন্নতির দিকেও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত এবং অন্যান্য দুর্বলতা ও পাপ থেকে বিরত থাকার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য তওবা অত্যন্ত কার্যকরী ও সহায়ক বস্তু। প্রকৃত তওবার তিনটি মৌলিক শর্তাবলীর উল্লেখ।

কিছু মানুষ আছে যারা বাহ্যিক নিদর্শন দেখে ঈমান আনে আবার কিছু মানুষ সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞান দেখে (ঈমান আনে) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এমন আছে যারা উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী দেখে সত্যের দিশা পায় এবং আশ্বস্ত হয় এবং এর প্রতি আকৃষ্ট হয়।
বর্তমান যুগেও অসংখ্য মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করে কোন না কোন আহমদীর চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা সামগ্রিকভাবে জামাতে আহমদীয়ার বৈশিষ্টে প্রভাবিত হয়ে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর এবিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, কেবল তাকওয়ার ক্ষেত্রেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উন্নত চরিত্রের উদ্দেশ্য নয় বরং এটি একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং অপরের সংশোধনের একটি মাধ্যমও বটে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর নিজের চারিত্রিক অবস্থার উপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম থেকে প্রমাণ হওয়া উচিত যে, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়াত করে নিজেদের মধ্যে চারিত্রিক পরিবর্তন করেছি, পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছি। মানুষকে এবিষয়ে অবগতও করুন, এটিই তবলীগের মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে নিজেদের চরিত্রের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের, আঁ হযরত (সা.)-এর উত্তম আদর্শকে সামনে রাখার এবং সব সময় উচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অভিপ্রায় অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালনকারী হই।

মাননীয় মিয়াঁ আতাউর রহমান সাহেবের পুত্র মাননীয় লুতফুর রহমান সাহেব মাহমুদ সাহেব (আমেরিকা) এবং সাহেবযাদা ডক্টর মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহবের পুত্র মাননীয় মির্যা উমর আহমদ সাহেবের (রাবওয়া) মৃত্যু সংবাদ, মরহূমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ ই জুন , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৯ এহসান , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন-বিগত খুতবায় আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা রোযা এবং রমযানের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেটি হল হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি করা। এই প্রসঙ্গে আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম যেখানে তাকওয়া অর্জন করার উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টি আমাদের হৃদয়াঙ্গম করার জন্য বিভিন্ন স্থানে এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন যাতে আমাদের অন্তরে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের প্রতেকটি কর্ম এবং আচরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। কেননা যদি তাকওয়া না থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কোনও প্রকারের পুণ্যকর্ম সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষ সাময়িক বা অস্থায়ী কোন পুণ্যকর্ম মূহুর্তের তাড়না বা কোন কারণে করে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা তখনই আসে যখন তাকওয়া থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মানুষের মুত্তাকী হওয়ার জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, সে ইবাদতকারী হবে বা কেবল 'হুকুকুল্লাহ্'র দায়িত্ব পালনকারী হবে বরং তিনি বলেছেন- মুত্তাকি সে-ই যার চারিত্রিক মানও উচ্চ হবে এবং অন্যদের উপর নিজের নৈতিকতার মাধ্যমে সাধুতা এবং তাকওয়ার প্রভাব ফেলবে। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন- " মানুষের চারিত্রিক গুণ তার পুণ্যবান হওয়ার লক্ষণ।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৮)

একজন মোমিনের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সবসময় ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্য্যকে উজাগর করা। আর এটি তখনই সম্ভব যখন তাকওয়ার পথে চালিত হয়ে উচ্চ নৈতিক গুণাবলী প্রদর্শিত হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- " তাকওয়ার অনেকগুলি অনুষঙ্গ রয়েছে। আত্মাম্ভিরতা, স্বার্থপরতা, অবৈধ সম্পদ এড়িয়ে চলা এবং দুর্ব্যবহার থেকে বেঁচে চলার নামও তাকওয়া। যে ব্যক্তি উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করে তার শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ (আল-মোমিন-৯৭) (প্রথমত অসৎ কর্ম থেকে বেঁচে চলার নাম তাকওয়া। উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করা তাকওয়া যার ফলে শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়।) তিনি বলেন- " এখন ভেবে দেখ যে, এই নির্দেশ কি শিক্ষা দেয়? এই নির্দেশের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার এই অভিপ্রায় রয়েছে যে, বিরোধী যদি গালিও দেয় তথাপি তার উত্তর যেন গালির মাধ্যমে না দেওয়া হয় বরং ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এর ফলে বিরোধী তোমার গুণগ্রাহী হয়ে নিজে থেকেই লজ্জিত হবে। আর এই শাস্তিটি প্রতিশোধমূলক শাস্তির থেকে গুরুতর হবে।" তিনি বলেন- এমনিতে সাধারণ বিষয় হত্যা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু এটি মানবতা ও তকওয়ার দাবির পরিপন্থী। সদাচার এমন এক গুণ যা অতিশয় মন্দ ব্যক্তির উপরও প্রভাব ফেলে। " তিনি বলেন- " কোন এক ব্যক্তি কতই না সুন্দর উক্তি করেছেন (ফর্সিতে)

"লুতফ কুন লুতফ কি বেগানা শূদ হালকায়ে বাগোশ"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৮১)

(অর্থাৎ যদি কৃপাসুলভ আচরণ কর তবে অপরিচিত ব্যক্তিরাও তোমার বন্ধুদের গণ্ডীভুক্ত হবে।)

অতএব এই নীতিগত বিষয়টি সবসময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, নিজের প্রত্যেক কর্ম যেন তাকওয়ার অধীনস্ত হয়ে উন্নত চরিত্র প্রদর্শিত হয়।

চরিত্র বলতে কি বোঝায় এবং এর উদ্দেশ্য কি? উন্নত চরিত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি এবং আমাদের সামনে এই চরিত্রের নমুনা কি- এই বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন- " প্রথম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে মানুষে পরিণত করে, সেই বৈশিষ্ট্য বলতে কেবল নম্রতাকেই বোঝায় না। 'খুলক' এবং 'খালক' দুটি ভিন্ন শব্দ যা বিপরীথ অর্থ বহন করেন। 'খালক' হল বাহ্যিক সৃষ্টির নাম। যেমন- নাক, কান, চুল ইত্যাদি সমস্ত কিছু 'খালক' শব্দের অন্তর্গত। অপরদিকে 'খুলক' হল আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক সৃষ্টির নাম। অনুরূপভাবে আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ যা মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করে তা সবই 'খুলক'-এর অন্তর্গত। এমনকি চিন্তা শক্তি, বিবেক-বিবেচনা ইত্যাদি শক্তিগুলি 'খুলক' শব্দেরই অন্তর্ভুক্ত।"

তিনি বলেন- " 'খুলক' দ্বারা মানুষ নিজের মনুষত্বকে পরিমার্জিত করে। যদি মানুষ মানুষের প্রতি করণীয় না করে তবে দেখতে হবে যে, সে প্রকৃতপক্ষে মানুষ না গাধা, না অন্য কিছু। যখন 'খুলক' বা চরিত্রের মধ্যে বিকৃতি দেখা যায় তখন কেবল বাহ্যিক রূপটিই অবশিষ্ট থাকে। " মানুষ হওয়ার জন্য উচ্চ মানের চরিত্র জরুরী। যদি 'খুলক' বা আভ্যন্তরীণ সৃষ্টি উত্তম না হয়, সেগুলির মধ্যে বিকৃতি ঘটে তবে কেবল বাহ্যিক রূপটিই অবশিষ্ট থাকে এবং প্রকৃত মনুষত্ব শেষ হয়ে যায়।

তিনি বলেন-" উদাহরণস্বরূপ যদি কারোর বুদ্ধিনাশ হয় তবে তাকে উন্মাদ বলা হয়। কেবল বাহ্যিক রূপটির কারণেই তাকে মানুষ বলা হয়। (কেউ যদি উন্মাদ হয়ে যায় তবে বাহ্যিকভাবে তাকে মানুষ বলা হয়, কিন্তু সে বিবেকশূন্য হয়ে পড়ে) " অতএব চরিত্র বলতে বোঝায় খোদা তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধান লাভ (সেই সন্তুষ্টির সন্ধান বলতে কি বোঝানো হয়েছে?) যা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবনে মূর্তিমান হয়। (চরিত্র সেটিই যা খোদা তা'লা চান। আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় সেটিই আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনের প্রত্যেকটি আঙ্গিকে ফুটে উঠে। এটিই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। চরিত্র বলতে বোঝায় খোদা তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধান লাভ।) এই জন্য জরুরী হল আঁ হযরত (সা.) জীবন যাপন পদ্ধতি অনুসারে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা। এই চরিত্র ভিতের মর্যাদা রাখে। যদি এটি নড়বড়ে হয় তবে এর উপর অট্টালিকা নির্মাণ করা যেতে পারে না। চরিত্র বলতে বোঝায় একটি ইঁটের উপর আরেকটি ইঁট রাখা। যদি একটি ইঁট অসামান্তরালভাবে রাখা হয় তবে পুরো দেওয়ালটির মধ্যে বক্রতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি কতই না সুন্দর বলেছেন-(ফার্সি)

'খিশতে আওয়াল চুঁ নিহাদ মোয়ামার কুজ'- তা সুরাইয়া মে রাওয়াদ দিওয়ার কুজ'।

অর্থাৎ মিস্ত্রি যদি প্রথম ইঁটখানিই বাঁকাভাবে রেখে দেয় তবে তার উপর নির্মিত গোটা দেওয়ালটি আকাশ পর্যন্ত বাঁকাভাবেই উঠতে থাকে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩২)

তিনি বলেন- " এই কথাগুলি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শোনা উচিত। অধিকাংশ মানুষকেই আমি দেখেছি এবং ভালভাবে লক্ষ্য করেছি যে, অনেকে বদান্যতা করে কিন্তু দ্রুত রেগে যায় এবং প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে থাকে। অনেকে আছে যারা কোমল প্রকৃতির হয়ে থাকে কিন্তু তারা কৃপণ। অনেকে আছে যারা ক্রোধের অবস্থায় লাঠির ঘায়ে আহত করে দেয় কিন্তু তাদের মধ্যে বিনয় নামের বস্তু নেই। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে পরম বিনয় আছে কিন্তু বীরত্ব নেই। (হয় তারা দ্রুত রেগে গেলে তাদের মধ্যে বিনয় থাকে না। তারা যখন বিনয় প্রদর্শন করে তখন যেখানে বীরত্ব দেখানো জরুরী সেখানে এই গুণ চাপা পড়ে থাকে।)

আঁ হযরত (সা.)-এর আচরণ সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন- আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) -এর পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন 'ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম'। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি (সা.) নিজের 'খুলক' বা নৈতিক চরিত্রের এক অনন্য নমুনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে এই নমুনার উপর চলা প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য।

আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে তিনি বলেন- "এক সময় আসে যখন তিনি (সা.) বাগ্মিতার জোরে এক বিশাল জনগোষ্ঠিকে এতটা হতভম্ভ করে তোলেন যে তারা ভাবলেশহীন এক ছবির ন্যায় তাঁর দিকে চেয়ে থাকত। আবার এক সময় আসে যখন তীর ও তরবারির যুদ্ধে নিজের পরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বদান্যতা করার সময় তিনি সোনার পাহাড় বিলিয়ে দিতেন। ক্ষমাপরায়ণতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বমহিমায় 'হত্যাযোগ্য' ব্যক্তিকে মুক্তি দান করেন। মোটকথা আল্লাহ তা'লা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে বেনজির এবং পূর্ণ নমুনা দেখিয়েছেন তার উপমা একটি বিশাল বৃক্ষের ন্যায় যার ছায়াতলে বসে মানুষ এর প্রত্যেকটি অংশ থেকে নিজের চাহিদা পুরণ করতে পারে। এর ফল, ফুল, বাকল, পাতা মোট কথা প্রত্যেকটি জিনিস উপকারী।"

এরপর তিনি (আ.)-এর আঁ হযরত (সা.)-এর সম্পর্কে আরও বলেন- "লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বীর তাকেই গণ্য করা হত যে আঁ হযরত (সা.)-এর নিকটে থাকত, কেননা সবথেকে বিপজ্জনক স্থান সেটিই থাকত। সুবহানাল্লাহ্ কতই না উচ্চ মর্যাদা। এক সময় এমনও আসে যখন তাঁর কাছে এত বড় মেষ পাল ছিল যা কেইসর ও কিসরার কাছেও হয়তো ছিল না। তিনি (সা.) সে সবই দান করে দিয়েছেন। (এটিই হল আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ) যদি তাঁর কাছে কিছু না থাকত তবে কি দান করতেন? (আরও একটি রূপ) যদি প্রশাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হতেন তবে এটি কিভাবে প্রমাণ হত যে, তিনি (সা.) হত্যাযোগ্য 'কুফফার'দেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্বেও ক্ষমা করতে পারেন। " (শক্তি থাকা সত্বেও ক্ষমা করে দিয়েছেন) "যারা সাহাবা কেরাম এবং হুযুর (সা.) এবং মুসলমান মহিলাদের উপর ঘোর নিপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়েছিল। কিন্তু যখন তারা সামনে এল তিনি (সা.) ঘোষণা দিলেন- 'লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইওয়াম'। আজ আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি এমন সুযোগ তৈরী না হত তবে আঁ হযরত (সা.)-এর এমন মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রকাশ পেত।" তিনি (আ.) বলেন- "এমন কোন 'খুলক' বা চারিত্রিক বৈশিষ্টের উল্লেখ কর যা মহানবী (সা.)-এর মধ্যে ছিল না আর সেটি পরম পর্যায়ে ছিল না। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩২-১৩৪)

অতএব এগুলি সেই মহান আদর্শ এবং দৃষ্টান্ত যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে এই রসূলের আদর্শকে তোমরাও সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অনুসরণ কর। এই আদর্শের অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক সংগ্রাম করতে হবে। আমরা কীভাবে এই আদর্শকে মেনে চলব! এটি তো আল্লাহ্ তা'লার রসূলের আদর্শ যা অতি উচ্চ মর্যাদা বিশিষ্ট- কেবল এমন কথ বলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন তোমাদেরকে এর অনুবর্তিতা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা এই আদর্শকে আত্মস্থ করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব এর জন্য প্রচেষ্টা এবং সাধনা করা আবশ্যক। এই সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সংগ্রাম করবে না, দোয়ার মাধ্যমে কার্য সাধন করবে না মনের অন্ধকার দূর হতে পারে না।" (যে অনমনীয়তা এবং অন্ধকারের প্রাচীর মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সেটি সংগ্রাম ও দোয়া না করলে দূর হতে পারে না। এর সঙ্গে প্রচেষ্টা এবং দোয়া দুটিই আবশ্যক) আল্লাহ্ তা'লা বলেন اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (আর-রাদ: ১২) অর্থাৎ কোন জাতির উপর যে সমস্ত বিপদাপদ বা পরীক্ষা আসে খোদা তা'লা তা দূর করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বয়ং সেই জাতি তা দূর করার চেষ্টা না করে। বিপদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য উদ্যমী না হলে বা সাহসিকতার সঙ্গে

এগিয়ে না এলে কিভাবে পরিবর্তন সম্ভব। এটি আল্লাহ্ তা'লার এক অটল রীতি। যেরূপ তিনি বলেছেন- 'ওয়া লান তাজেদা লিসুন্নাতিল্লাহি তাব্দীলা'। অতএব আমাদের জামাত হোক বা অন্য কোন সম্প্রদায় তারা চরিত্র সংশোধন তখনই করতে সক্ষম হবে যখন সংগ্রাম ও দোয়ার সাথে কার্য সম্পাদন করবে, নচেৎ সম্ভব নয়। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

মানুষের যতই চারিত্রিক অধঃপতন হোক না কেন যদি সে সংশোধন করতে চায় তবে সংশোধন হওয়া সম্ভব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টি নিয়ে বিশদ ব্যাখা করেন। যেরূপ তিনি পূর্বেই উল্লেখ করেছেন যে, সংগ্রাম করা জরুরী। তিনি (আ.) এ বিষয়ে বিদ্বজনেদের দৃষ্টিভঙ্গির কথাও উল্লেখ করেন এবং একটি উদাহরণ দেন। তিনি বলেন-

“ চরিত্র পরিবর্তন বা সংশোধন সম্পর্কে বিদ্বজনদের দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একদল আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ নিজের চরিত্র সংশোধন করার শক্তি রাখে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হলেন তারা যাদের বিশ্বাস হল এই যে তারা এই শক্তি রাখে না। প্রকৃত বিষয় হল যদি আলস্য না থাকে, নিজেকে সক্রিয় রাখে তবে পরিবর্তন সম্ভব। (যদি অলসতা না কর এবং সংগ্রাম কর তবে চরিত্র উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।) তিনি বলেন- “ এই স্থানে আমার এক শিক্ষনীয় ঘটনা স্মরণে এল, সেটি হল এই যে- প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কাছে এক ব্যক্তি আসে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে ভিতরে সংবাদ পাঠায়। প্লেটোর রীতি ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আগন্তকের চেহারার গঠন এবং অবয়ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ না করা পর্যন্ত তাকে ভিতরে আসতে দিত না। সে চেহারা পড়ে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা করে নিত। অর্থাৎ সে কোন প্রকৃতির মানুষ? ভৃত্য এসে তাকে রীতিমত সেই ব্যক্তির বেশভুষা ও অবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করলে প্লেটো তাকে বলে পাঠাল যে, যেহেতু তোমার মধ্যে অনেক ঘৃণ্য অভ্যাস রয়েছে, অতএব আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে ইচ্ছুক নই। সেই ব্যক্তি যখন প্লেটোর এই উত্তর শুনল সে বলে উঠল তাকে গিয়ে বল যে, আপনি যা কিছু বলেছেন তা সত্য কিন্তু আমি নিজের ঘৃণ্য অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করেছি। একথা শুনে প্লেটো বলল, হ্যাঁ এটা হতে পারে। সুতরাং তাকে ভিতরে ডাকা হল এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি (আ.) বলেন- যে সমস্ত বিদ্বজনদের ধারণা এই যে, চরিত্রের সংশোধন সম্ভবন নয় , তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। আমি লক্ষ্য করেছি যে, কিছু চাকুরীজীবি মানুষ যারা উৎকোচ গ্রহণ করে, তারা যখন সত্যিকার তওবা করে তখন তাদেরকে যদি কেউ স্বর্ণের পাহাড়ও দিয়ে থাকে তবে তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৩৮)

এরপর তিনি চরিত্র সংশোধনের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন-

“ একসময় যখন মানুষের মধ্যে যেমন একদিকে গঠনগত দুর্বলতা দেখা যায় (অর্থাৎ সে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার শারিরিক গঠনে পরিবর্তন দেখা দেয়) যাকে বার্ধক্য বলা হয়। সেই সময় দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। মোটকথা দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে স্মরণ রেখ যে, বার্ধক্য দুই প্রকারের হয়ে থাকে। স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক বার্ধক্য সম্পর্কে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। (শারিরিক বার্ধক্য হল স্বাভাবিক বার্ধক্য) অস্বাভাবিক বার্ধক্য বলতে বোঝায় যখন কোন ব্যক্তি ব্যাধি আক্রান্ত হয়েও উদাসীন থাকে তখন সে অকাল বার্ধক্যের শিকার হয়। (অবহেলা করা হলে বার্ধক্য ঘিরে ধরবে) “ যেরূপ মানবদেহ-তন্ত্রের এটি রীতি” (মানুষ যদি রোগের উপাচার না করায় তবে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। মানবদেহ-তন্ত্রে এই দুটি নিয়ম কাজ করে। এক হল স্বাভাবিক বার্ধ্যক্য অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধির সাথে বার্ধক্য আসা। অপরটি হল অস্বাভাবিক বার্ধক্য এমন কিছু কারণ বশতঃ এসে থাকে বা দুর্বলতার কারণে এসে থাকে যার কারণ হল অসতর্কতা এবং উদাসীনতা।) তিনি বলেন- “ অনুরূপভাবে আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক নিয়মেও এমনটি ঘটে।” (একটি বাহ্যিক নিয়মে যেভাবে দুই প্রকারের বার্ধক্য রয়েছে, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক নিয়মেও দুই প্রকারের বার্ধক্য রয়েছে) “ যদি কেউ নিজের বিকৃত চরিত্রকে উন্নত ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্টে পরিণত করার চেষ্টা না করে (নোংরা ও অপবিত্র চিন্তাধারাকে যদি উন্নত ও পবিত্র চিন্তাধারা ও স্বভাবে পরিণত না করে বা করার চেষ্টা করে) তবে সম্পূর্ণরূপে তার চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী এবং কুরআন করীমের শিক্ষা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। কিন্তু যদি মানুষকে আলস্য ঘিরে ধরে তবে ধ্বংস ছাড়া আর কি উপায় রয়েছে! যদি এমন নির্লিপ্ত ও নির্বিকার হয়ে জীবনযাপন করা হয় যেরূপ একজন বয়োঃবৃদ্ধ মানুষ করে থাকে তবে কিভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব?

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৬-১৩৭)

আল্লাহ্ তা'লা এই দিনগুলিতে সেই অলসতা দূর করার উপকরণ দিয়েছেন। এই মাসে প্রত্যেককে চারিত্রিক উন্নতির দিকেও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত এবং অন্যান্য দুর্বলতা ও পাপ থেকে বিরত থাকার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। যদি এমন পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও মনোযোগ না দেওয়া হয়, যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, তবে মানুষ বার্ধক্যের অবস্থায় পৌঁছে যাবে আর এতে জীবনের অবসান হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাকওয়াশূন্য হয়ে উপস্থিত হবে।

পুনরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করার জন্য তওবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“ বস্তুতপক্ষে তওবা চরিত্র গঠনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর এবং সহায়ক হয়ে থাকে।” (উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হলে তা তওবার মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে। কেবল পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নামই তওবা নয় বরং যদি উন্নত চরিত্র বজায় রেখে পথ চলতে হয় এবং সেটি অর্জন করতে হয় তবে এর জন্যও তওবা অত্যন্ত জরুরী।) তিনি বলেন- “ এবং মানুষকে পূর্ণতা দান করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মন্দ চরিত্রকে পরিবর্তন করতে চায় সে যেন সত্য অন্তঃকরণ এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তওবা করে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, তওবার তিনটি শর্ত রয়েছে। এগুলি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত তওবা, যাকে 'তওবাতুন নাসূহ' বলা হয় তা অর্জিত হতে পারে না। এই তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথম শর্তটিকে আরবীতে 'ইকলা' বলা হয়। অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিকৃত চিন্তাধারাকে পরিহার করা যা এই কপর্দকশূন্য চিন্তাধারার জন্ম দেয়।” (পরিত্যায্য বিষয়, অভ্যাস, অশ্লীল চিন্তাধারা এবং নোংরা চরিত্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় শর্ত হল সেগুলিকে দূর করা) “ বস্তুতপক্ষে কল্পনা বা চিন্তাশক্তির বিরাট প্রভাব থাকে। ” (এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন মানুষ যখন কোন বস্তু সম্পর্কে কল্পনা করে তখন তার প্রকৃতির উপর সেটির বিরাট প্রভাব পড়ে থাকে) কেননা কার্যে রূপায়িত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেকটি কাজ কল্পনার আকারে থাকে। অতএব তওবার জন্য প্রথম শর্ত হল এই বিকৃত চিন্তাধারা ও কল্পনাগুলি পরিহার করা। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকে, তবে তাকে তওবা করার জন্য প্রথম শর্ত হল সেই মহিলার চেহারাকে কুৎসিত হিসেবে কল্পনা করা, তার সমস্ত ঘৃণ্য স্বভাবগুলিকে মনের মধ্যে মন্থন করা, কেননা যেরূপ এখনই আমি বলেছি কল্পনার এক জোরালো প্রভাব থেকে থাকে।” তিনি বলেন- আমি সুফিদের বর্ণনায় পড়েছি যে তারা ধারণা শক্তিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে মানুষকে বানর বা শূকর রূপে দেখেছিলেন। মোটকথা কোন ব্যক্তি যেরূপ কল্পনা করে সে রুপই সে ধারণ করে। অতএব যে সমস্ত অপবিত্র চিন্তাধারা (বিকৃত) আনন্দের কারণ হিসেবে মনা করা হতো সেগুলিকে মন থেকে উৎপাটন করতে হবে। এটি প্রথম শর্ত।” (কল্পনার মধ্যে সেগুলিকে কুৎসিত বা নোংরা মনে করতে হবে)

দ্বিতীয় শর্ত হল অনুশোচনা। অর্থাৎ অনুতপ্ত হওয়া। প্রত্যেক মানুষের বিবেক প্রত্যেকটি মন্দকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার শক্তি রাখে। কিন্তু হতভাগা মানুষ এটিকে (বিবেককে) অকেজো করে রাখে। (আল্লাহ তা'লা তার মধ্যে যে একটি সামর্থ্য রেখেছেন সেটিকে কাজে লাগায় না) অতএব পাপ ও মন্দকর্ম যদি ঘটে যায় অনুশোচনা করা উচিত এবং একথা চিন্তা করা উচিত যে এই আনন্দ-উপভোগ সাময়িক”। (এই জগতের ভোগ-বিলাস সাময়িক, কেবল কিছু দিনের জন্য) এবং একথাও চিন্তা করা উচিত যে, প্রত্যেক বার সেই আনন্দের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং অবশেষে যখন এই সকল শক্তি-বৃত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে তখন এই সমস্ত জাগতিক ভোগ-বিলাসকে ছেড়ে দিতে হবে। অতএব যখন এই জীবনেই এই সমস্ত ভোগ-বিলাসের অবসান ঘটা অবশ্যম্ভাবী তখন এই সমস্ত অপকর্ম করে কি লাভ?”

তিনি বলেন- “ বড়ই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে তওবার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং যার মধ্যে 'ইকলা'র চিন্তা উদিত হয়, অর্থাৎ বিকৃত চিন্তাধারা ও নোংরা কল্পনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে। যখন এই কলুষতা এবং অপবিত্রতা বেরিয়ে যায় তখন সে যেন অনুশোচনা করে এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়।

তৃতীয় শর্ত হল দৃঢ় সংকল্প। অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় সংকল্প করা যে পুনরায় এই সব মন্দকর্মের দিকে ফিরে যাবে না। আর যখন সে এই কথার উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন খোদা তা'লা তাকে প্রকৃত তওবার তৌফিক দান করবেন। এমনকি সেই সমস্ত মন্দকর্ম সম্পূর্ণরূপে দূরীভুত

হয়ে তার স্থান নেয় সুন্দর চরিত্র এবং প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং এটিই চরিত্রের উপর বিজয় লাভ। এবং এর উপর শক্তি প্রদান করা আল্লাহ্ তা'লার কাজ, কেননা তিনিই যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। যেরূপ তিনি বলেন- 'ইন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামীয়া' সকল শক্তি আল্লাহ্রই এবং মানুষের ভিত্তি দুর্বল অতএব সে একটি দুর্বল সৃষ্টি। 'খুলেকাল ইনসানু যায়ীফা' হল তার বাস্তবতা। অতএব খোদা তা'লার নিকট থেকে শক্তি লাভের জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্তকে পূর্ণ করে মানুষ যদি আলস্য পরিহার করে এবং মন-প্রাণ উজাড় করে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে তবে আল্লাহ্ তা'লা তার চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন এনে দিবেন। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৮-১৪০)

অতঃপর এই সমস্ত মন্দ চারিত্রিক গুণাবলীকে পরিহার করার জন্য যে চেষ্টা করে এবং যে পরিত্যাগ করে তাকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তুলনা করেছেন এক বীরের সঙ্গে। তিনি বলেন- “ আমাদের জামাতে শক্তিশালী এবং পালোয়ানের প্রয়োজন নেই বরং প্রয়োজন এমন শক্তির অধিকারী ব্যক্তিদের যারা চারিত্রিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। এটি বাস্তব যে শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয় যে পাহাড়কে স্থানচ্যুত করে বরং প্রকৃত বীর হল সেই যে চারিত্রিক সংশোধন করার শক্তি রাখে। অতএব স্মরণ রেখো যে, যাবতীয় শক্তি ও সাহসিকতা চারিত্রিক সংশোধন ও উন্নয়নে নিয়োজিত কর কেননা, এটিই প্রকৃত শক্তিমত্তা ও সাহসিকতা।” (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪০)

এরপর তিনি বলেন- “ চারিত্রিক গুণসম্পন্ন হওয়া এমন এক নিদর্শন বা চমৎকার যার প্রতি কোন ব্যক্তি আঙুল তুলতে পারে না। আর এই কারণেই আমাদের প্রিয় নবী (সা.)কে সর্বাপেক্ষা মহান ও শক্তিশালী নিদর্শন যা দেওয়া হয়েছে তা হল চারিত্রিক নিদর্শন। যেরূপ তিনি বলেছেন 'ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম'। (আল-কলম: ৫) মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি অলৌকিক নিদর্শন প্রমাণের শক্তির দিক থেকে সমস্ত নবীগণের অলৌকিক নিদর্শনের থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেগুলির মধ্যে চারিত্রিক নিদর্শনের মর্যাদা সবার উপরে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাস দেখাতে পারে না আর ভবিষ্যতেও উপস্থাপন করতে পারবে না।”

তিনি বলেন- “ আমি মনে করি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের মন্দ চরিত্র এবং ঘৃণ্য স্বভাব ত্যাগ করে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী গ্রহণ করে তার জন্য এটিই এক প্রকার নিদর্শন। যেমন- যদি কোন কঠোর স্বভাবের এবং রুক্ষ প্রকৃতির রাগী ব্যক্তি এই সব কু-অভ্যাস ত্যাগ করে কোমলতা এবং ক্ষমাপরায়ণতার বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে এবং কার্পণ্য ত্যাগ করে উদারতা অবলম্বন করে বা বিদ্বেষ ত্যাগ করে সহানুভূতির গুণ ধারণ করে তবে নিশ্চয় এটি একটি নিদর্শন। অনুরূপভাবে আত্মশ্লাঘা ও অহমিকা ত্যাগ করে যদি বিনয় অবলম্বন করে তবে এটিই একটি নিদর্শন। অতএব তোমাদের মধ্য কে এমন আছে যে নিজের জন্য এমন নিদর্শনের বাসনা করে না। আমি জানি যে, প্রত্যেকের মধ্যে এমন বাসনা সুপ্ত আছে। অতএব এটি একটি জীবন্ত ও স্থায়ী নিদর্শন। মানুষ যেন তার চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন করে কেননা, এটি এমন এক নিদর্শন যার প্রভাব কখনো হ্রাস পায় না এর উপকার সুদূরপ্রভাবী। মোমেনের উচিত সৃষ্টি ও স্রষ্টার দৃষ্টিতে এমন নিদর্শন-পুরুষ হয়ে ওঠা। (আল্লাহ্র সৃষ্টির সামনেও এবং খোদার সামনেও নিজের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে, বিনয় সৃষ্টি করে, আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে, বিনয় অবলম্বন করে, উদারতার অভ্যাস গড়ে তুলে হিংসা ও বিদ্বেষ ত্যাগ করে সহানুভূতির অভ্যাস তৈরী করে একজন নিদর্শন পুরষ রূপে আত্ম-প্রকাশ করতে হবে। যদি এই সকল সৎ গুণাবলী অবলম্বন করা হয় এবং অসৎ গুণাবলী ত্যাগ করা হয় তবে এটি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টি উভয়ের নিকটই নিদর্শন বলে গণ্য হবে) তিনি বলেন- “ ভোগ-বিলাসে মত্ত অনেক মানুষকে দেখা গেছে যারা কোন অলৌকিক নিদর্শনে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু চারিত্রিক গুণাবলী দেখে তারাও নতশির হয়েছে এবং বিশ্বাস করা ছাড়া তাদের কাছে কোন উপায় ছিল না। অনেক মানুষের জীবনীতে এই ঘটনা দেখবে যে, তারা চারিত্রিক নিদর্শন দেখেই সত্য ধর্মকে গ্রহণ করেছে।”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪১-১৪২)

একটি বৈঠকে মসজিদে বসে যখন তিনি (আ.) বলছিলেন তখন কয়েকজন শিখ ফকিরের বেশে সেখানে উপস্থিত হয়। তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। যিনি লিখেছেন তিনি বলেন, তারা এসে এমন অপলাপ শুরু করে যে, সেই নৈসর্গিক বৈঠকটি ভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হয়। অস্থিরতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু আমাদের সত্য ইমাম (আ.) নিজের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সেই চারিত্রিক নিদর্শন প্রকাশ করলেন যে সম্পর্কে তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন। শ্রোতাদের উপর এমন প্রভাব পড়ে যে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ আবেগ তাড়িত হয়ে উচ্চস্বরে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল এবং সেই দুষ্টরা অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। পুলিশ তাদেরকে ধরে এমন পিটুনি দিল যে, তাদের নেশা ছেড়ে গেল।”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪২)

এরপর ঈমান আনার বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন- 'দুরাচারী ব্যক্তিরা যারা নবীদের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়েছিল, বিশেষ করে সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা মহানবী (সা.)-এর মোকাবেলায় দাঁড়িয়েছিল, তাদের ঈমান আনা নিদর্শন নির্ভর ছিল না, আর মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন তাদের আশ্বস্ত করার কারণও ছিল না। বরং তারা আঁ হযরত (সা.)-এর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সত্যতার অনুরাগী হয়েছিল। চারিত্রিক নিদর্শন এমন কাজ সাধন করতে পারে যা অলৌকিক নিদর্শন করতে পারে না। 'আলাইসতেকামাতু ফাউকাল কারামা'-র অর্থ এটিই। পরীক্ষা করে দেখে নাও যে, অবিচলতা কেমন চমৎকার প্রদর্শন করে। অলৌকিক নিদর্শনের প্রতি তো আদৌ আকৃষ্ট হয় না, বিশেষ করে আজকের যুগে। কিন্তু যদি জানা থাকে যে, অমুক ব্যক্তি চরিত্রবান তবে তার দিকে যেভাবে মানুষ আকৃষ্ট হয় তা কোন গোপন বিষয় নয়। প্রশংসনীয় গুণাবলীর প্রভাব তাদের উপরেও পড়ে থাকে যারা বিভিন্ন ধরণের নিদর্শন দেখার পরও আশ্বস্ত হতে পারে না। প্রকৃত বিষয় হল কিছু মানুষ আছে যারা বাহ্যিক নিদর্শন দেখে ঈমান আনে আবার কিছু মানুষ সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞান দেখে (ঈমান আনে) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এমন আছে যারা উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী দেখে সত্যের দিশা পায় এবং আশ্বস্ত হয় এবং এর প্রতি আকৃষ্ট হয়।” (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮১-৮২)

বর্তমান যুগেও অসংখ্য মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করে কোন না কোন আহমদীর চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা সামগ্রিকভাবে জামাতে আহমদীয়ার বৈশিষ্টে প্রভাবিত হয়ে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর এবিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, কেবল তাকওয়ার ক্ষেত্রেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উন্নত চরিত্রের উদ্দেশ্য নয় বরং এটি একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং অপরের সংশোধনের একটি মাধ্যমও বটে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর নিজের চারিত্রিক অবস্থার উপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

ঈমান লাভের উপায় কি? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন- আল্লাহ্ তা'লা কাছে সংশোধনের জন্য দোয়া করা এবং নিজের শক্তিবৃত্তি নিয়োজিত করাই হল ঈমান লাভের পথ।” নিজের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা এবং সংশোধনের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা ঈমান লাভের উপায়। তিনি বলেন - “ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়ার জন্য হাত উঠায় আল্লাহ তা'লার তার দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন না। অতএব খোদার কাছে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠাসহকারে যাচনা কর।” তিনি বলেন- “ পুনরায় আমি উপদেশ দিচ্ছি যে, উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করা নিদর্শন দেখানোর নামান্তর। যদি কেউ বলে যে সে নিদর্শন-পুরুষ হওয়ার আকাঙ্খা রাখে না, তবে সে যেন স্মরণ রাখে যে, শয়তান তাকে প্রতারিত করছে। নিদর্শন বলতে আত্মশ্লাঘা বা অহমিকা বোঝায় না। নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইসলামের স্বরূপ ও সত্যতা প্রকাশ পায় এবং সত্য পথের দিশা উন্মোচিত হয়। আমি পুনরায় তোমাদেরকে বলছি যে, আত্মশ্লাঘা ও অহমিকা চারিত্রিক নিদর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এটি শয়তানের প্ররোচনা। দেখ, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই যে কোটি কোটি মুসলমানদের দেখা যায়, এরা কি তরবারির জোরে অনিচ্ছুকভাবে মুসলমান হয়েছে? না, এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। ইসলামের অলৌকিক নিদর্শনের প্রভাবই তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে। নিদর্শন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সেগুলির মধ্যে একটি হল চারিত্রিক নিদর্শন যা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সফল। মুসলমান হয়েছিল তারা কেবল সাধুদের নিদর্শন দেখে প্রভাবিত হয়েছিল বলেই। তরবরি নয় তারা ইসলামের মহান রূপ দেখেছিল। বড় বড় ব্রিটিশ গবেষকরা একথা মানতে বাধ্য হন যে, ইসলামের সত্যতার বৈশিষ্ট্য এমনই শক্তিশালী যে তা বিভিন্ন জাতিকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে।” (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৫-১৪৬)

উন্নত চরিত্রও রিযকের মত, এটিকে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত রিযককে ব্যয় করা সদৃশ আর এটিও তাকওয়ার একটি ব্যবহারিক দিকও বটে। এবিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

“ সাধারণ মানুষ 'রিযক'-এর বলতে খাদ্য-সামগ্রীকেই বোঝে। এটি ভুল অর্থ। (কেবল খাদ্যদ্রব্য এবং ধন-সম্পদকেই 'রিযক' বলা হয় না) । মানুষকে যা কিছু শক্তি-বৃত্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলিও রিযক। জ্ঞান ও কলাকৌশল, সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, দৈহিকভাবে জীবন ধারণের জন্য ধন-সম্পদের যে প্রাচুর্য দান করা হয়েছে- এগুলি সবই রিযকের অন্তর্ভুক্ত। (মানুষের যোগ্যতা, কলাকৌশল, চারিত্রিক গুণাবলী এবং তার ধন-সম্পদ,

এরপর এগারোর পাতায়....

শরীয়তে একত্রে তিন তালাকে দেওয়ার গুরুত্ব এবং মহিলাদের অধিকার

(প্রথম পর্ব) মনসুর আহমদ মসরূর (সম্পাদক, উর্দূ বদর)
অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম (সহ-সম্পাদক, বাংলা বদর)

পাঠকবর্গ সম্যক অবগত আছেন যে, প্রায় এক বছর যাবৎ তিন-তালাকের বিষয়টি নিয়ে গোটা দেশে তোলপাড় চলছে। বিভিন্ন ধরণের বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। টেলিভিশনে বিষয়টি নিয়ে তর্কযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় স্বল্পজ্ঞানীদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয় যে, তিন-তালাক প্রসঙ্গে প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে একত্রে তিন-তালাক দেওয়ার গুরুত্ব কতখানি?

তিন-তালাক সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার অবস্থান স্পষ্ট করার পূর্বে, অর্থাৎ এই বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি, পুরো দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করাকে সমীচীন মনে করি।

স্পষ্ট থাকে যে, তিন-তালাকের কয়েকটি মামলা সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন রয়েছে। জয়পুরের আফ্রীন রহমান, কাশীপুর জেলার, উধম নগরের সাইরাবানু, উত্তর প্রদেশের রামপুরের গুলশান পারভীন, বিহারের ইশরাত জাহাঁ এবং সাহারামপুরের আতিয়া সাবরী ও প্রমূখরা তিন-তালাকের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেছেন। গতবছর বিষয়টির সূত্রপাত সেই সময় হয় যখন উত্তরাখণ্ডের কাশীপুরের সাইরাবানু স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক দেওয়ার পর সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করে এবং তিন-তালাক এবং নিকাহকে চ্যালেঞ্জ করেন।

২০১৬-এর জুন মাসে আরএসএস-এর অধীনস্ত সংগঠন 'রাষ্ট্রবাদী মুসলিম মহিলা সংঘ' সুপ্রীম কোর্টে একটি জনহিত যাচিকা দায়ের করে। এই জনহিত যাচিকা মুসলিম পার্সনাল ল'-কে সার্বজনীন আইনের আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল বহুবিবাহ ও তিন-তালাক এবং নিকাহ হালালার ন্যায় প্রথাগুলির উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা।

সুপ্রীম কোর্ট তিন-তালাকের প্রসঙ্গটিকে মানবাধিকারের বিষয় গণ্য করে জানায় যে, তারা এর প্রত্যেকটি আঙ্গিকের উপর বিবেচনা করে দেখবে এবং বিষয়টির সংবেদনশীলতা অনুমান করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চের উপর এর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এই পাঁচ জন বিচারক পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। তাদের নাম হল, ১) চিফ জাস্টিস জগদীশ সিং খেহের (শিখ ধর্ম) ২) কোরিয়ন জোসেফ (খৃষ্টধর্ম), ৩) আর.এফ নারেমন (পার্সী ধর্ম), ৪) ইউ.ইউ. ললিত (হিন্দুধর্ম) এবং ৫) আব্দুন নাযীর (ইসলাম ধর্ম)।

পাঠকদের অবগত থাকা উচিত যে, কেন্দ্রীয় সরকার তিন-তালাক বিরোধী। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী রবি শঙ্কর প্রসাদ বলেছিলেন, সরকার তিন-তালাকের বিষয়ে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, সরকার সমস্ত ধর্মকে সম্মান করে, কিন্তু ধর্মীয় আচার আচরণ এবং সামাজিক কদাচার একত্রে চলতে পারে না। উত্তর প্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে তিন-তালাকের বিষয়টি বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ ছিল। এবং নির্বাচনী প্রচারের সময় তারা কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল তিন তালাকের বিষয়টি সম্পর্কে দুটি দলই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুক।

তিন-তালাক বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রীম কোর্টের নিকট চারটি প্রশ্ন রাখা হয়।

১) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের অধীনে তিন-তালাক, হালালা এবং বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া যায় কি না?

২) সমান অধিকার, সম্মানের সাথে জীবন যাপন করার অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে?

৩) পার্সোনিল ল'কে অনুচ্ছেদ-১৩-এর অধীনে আইন হিসেবে গণ্য করা হবে কি না?

৪) তিন-তালাক, নিকাহ, হালালা এবং বহুবিবাহ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কি সঠিক যার উপর ভারত সরকার হস্তাক্ষর করেছে?

সুপ্রীম কোর্ট তিন-তালাক, বহু-বিবাহ এবং হালালা সম্পর্কে ভারত সরকারের কাছে তাদের অবস্থানের স্পষ্টীকরণ এবং সুপারিশ চেয়ে পঠিয়েছিল। সরকার সুপ্রীম কোর্টের সামনে তিন-তালাকের বিপক্ষে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দাবি করে যে, তিন-তালাক প্রথা মুসলিম মহিলাদের উপর মনস্তাত্বিক প্রভাব ফেলে। এই কারণে এটির অবসান হওয়া উচিত। তিন-তালাক মুসলিম মহিলাদের আত্ম-সম্মান, সামাজিক মর্যাদার উপর প্রভাব ফেলে। ফলে মুসলিম মহিলাদের আইন সম্মত প্রাপ্য মৌলিক অধিকার প্রায়শই লজ্ঝিত হয়ে থাকে। তিন-তালাককে একটি কু-প্রথা আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে যে, এর কারণে মহিলারা তাদের শ্রেণীর পুরুষ এবং অন্যান্য শ্রেণীর মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি শোষনের শিকার হয়। এখানে বলা হয় যে, দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮ শতাংশ হল মুসলিম মহিলার। কিন্তু তিন-তালাকের ভয়ে দেশের এই বিরাট শ্রেণীর মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

২০১৬ সালের ৭ই অক্টোবর ভারতের ল' কমিশন-এর সদর ডক্টর জাস্টিস বি.এস.চৌহান এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির পক্ষ থেকে ১৬টি প্রশ্ন সংবলিত একটি প্রশ্নপত্র জারি করা হয়, যেখানে তিন তালাক, বহুবিবাহ, ভরন-পোষণ এবং উত্তারিধকার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নাবলী সম্পর্কে জনগণের মতামত জানতে চাওয়া হয়। এর জন্য ৪৫ দিনের সময় দেওয়া হয়।

ল' কমিশন প্রশ্নের শুরুতে অনুচ্ছেদ ৪৪-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে, আইনের এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, গোটা দেশের নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি আইনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। সরকার ল' কমিশনকে এই বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছে। ল' কমিশনের বক্তব্য হল, সরকার এই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অভিন্ন সিভিল কোড প্রসঙ্গে সুষ্ঠ বির্তক করাতে চায়।

প্রশ্নপত্র সম্পর্কে বলা আবশ্যক যে, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর হিসেবে তিনটি করে বিকল্প দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরের বিকল্প 'হ্যাঁ অথবা 'না' চাওয়া হয়েছে। কিছু প্রশ্নের স্পষ্টীকরণের জন্য নীচে দু'ই লাইনের মত ফাঁকা স্থান রাখা হয়েছে। যেমন ৪ নম্বর প্রশ্নটি-

৪. Will uniform civil code or codifiaction of personal law and customary practices ensure gender equality? a. Yes. b. No

অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানি আইন বা পার্সোনিল ল'কে কোডিফাই করলে কি ধর্মীয় প্রথা মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি হবে?

৫. Should the uniform civil code be optional? a. Yes b. No

অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানি আইন কি ঐচ্ছিক হওয়া উচিত?

সরকার ৭টি পারিবারিক বিষয়ে অভিন্ন দেওয়ানি আইন বলবৎ করতে চায়। (১) বিবাহ (২) তালাক (৩) দত্তক গ্রহণ করা (৪) শিশুদের লালন-পালন (৫) ভরন-পোষণ (৬) উত্তরাধিকার এবং (৭) পরিত্যক্ত সম্পদ।

ল' কমিশন অফ ইন্ডিয়ার প্রশ্নপত্র জারি করার পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম পার্সনাল ল' বোর্ড প্রশ্নপত্র বয়কট করার ঘোষণা করেছে এবং এর উত্তর দিতে অস্বীকার করেছে। তাদের দাবী প্রশ্নগুলি পক্ষপাতদুষ্ট। এর মাধ্যমে সরকার অভিন্ন দেওয়ানি আইন চাপিয়ে দিতে চাইছে।

স্পষ্ট থাকে যে, মুসলিম পার্সনাল বোর্ড তিন-তালাকের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে দায়ের কৃত আবেদনে একটি পক্ষ। সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে করা প্রশ্নের উত্তরে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, শরী আইন কুরআন এবং হাদীস ভিত্তিক যার মধ্যে পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং এই আইনের মর্যাদা সুপ্রীম কোর্ট নির্ধারণ করতে পারে না। বোর্ডের দাবি হল, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ের সংশোধনের নামে মুসলিম পার্সনাল ল'তে কোনরকম রদবদল করা সম্ভব নয়। অতএব সুপ্রীম কোর্টের উচিত এই মামলাটিকে খারিজ করে দেওয়া। বোর্ড বিবৃতি দিয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিন তালাক বৈধ, তবে হালালার বর্তমান স্বরূপ অ-ইসলামিক এবং শরীয়ত বিরুদ্ধ। আরও বলা হয়েছে যে, তিন-তালাক প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত

আইনকে মাপকাঠি রূপে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

একথাও বলে দেওয়া আবশ্যক যে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম ওমেনস পার্সনল ল' বোর্ড (এ.আই.এম.ডব্লিউ.পি.এল.বি) সুপ্রীম কোর্টে দাখেল করা হলফ নামা এবং তিন তালাকের সমর্থনে মুসলিম পার্সনল ল' বোডের অবস্থানের সমালোচনা করে এর বিরোধিতা করেছে। মহিলা মুসলিম পার্সনল ল' বোড বলেছে পুরুষ শাসিত মুসলিম বোর্ডের এটি প্রশংসা প্রিয় পদক্ষেপ।

মুসলিম পার্সনল ল' কে রক্ষা করতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনল ল' বোর্ডের একাধিক বৈঠক হয়েছে। বোর্ড ভারতের প্রমূখ শহরগুলিতে মুসলিম পার্সনল ল'-এর সমর্থনে একের পর এক জলসা করেছে যেখানে মুসলিম উলেমাগণ বক্তব্য রেখেছেন। জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলন এবং বৈঠক করা হল যেখানে মানুষের কাছে আবেদন করা হল তারা যেন সমধিক হারে ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। এই আবেদনও করা হল যে, মুসলমান পুরুষরা যেন স্ত্রীদেরকে একই সময়ে তিন তালাক না দেয় যাতে অন্যেরা আপত্তি করার সুযোগ না পায়। এছাড়াও বোর্ডের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল যে, একই সঙ্গে তিন তালাক উচ্চারণকারীর বিরুদ্ধে যেন সামাজিক বয়কট করা হয়। সচেতনতা অভিযানের পক্ষ থেকে মহিলারাও বিভিন্ন স্থানে জলসা করল।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে পার্সনল ল' -এর সমর্থনে হস্তাক্ষর অভিযান চালানো হল যার অধীনে পাঁচ কোটি মানুষ হস্তাক্ষর দান করে যাদের মধ্যে পোনে তিন কোটি মহিলা ছিল। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল সরকারের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়া যে, মুসলমানরা মুসলিম পার্সনল ল' তে কোন প্রকার রদবদল করতে ইচ্ছুক নয়।

জামিয়াতুল উলেমায়ে হিন্দ তাদের সাধারণ সম্পাদক মৌলানা মাহমুদ মাদনীর সভাপতিত্বে জামিয়াত ল' ইনস্টিউটের স্থাপনা করেন যাতে তিন তালাকের মত বিষয়গুলি নিয়ে মুসলমানদেরকে যেভাবে টার্গেট করা হচ্ছে সেটির মোকাবেলা করা যায়। এতুদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একাধিক রাজ্য থেকে মুফতি ও উকিলগ অংশ গ্রহণ করেন। এ.এম আহমদী, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এই অনুষ্ঠানে তিনি তালাক সম্পর্কে বলেন- " এ বিষয়ে সকলকে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং এর কোন সমাধান সূত্র বের করতে হবে। "

জাস্টিস এ.এম আহমদীর এই বিবৃতি গভীর মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে।

২০১৭ সালের ১১ই মে সুপ্রীম কোর্টে পুনরায় শুনানি আরম্ভ হয়। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চ এটি স্পষ্ট করলেন যে, কেবল তিন তালাকের বিষয়ে শোনানি সম্পন্ন হয়েছে। একাধিক বিবাহের বিষয়টি নিয়ে শোনানি হবে না। তবে প্রয়োজনে 'হালালা' নিয়ে শোনানি হবে। শোনানি চলাকালীন বেঞ্চ বলল, যদি আমাদের মনে হয় যে তিন তালাক ধর্মের অংশ, তবে আমরা তাতে হস্তক্ষেপ করব না। ১১ ই মের শোনানিতে চীফ জাস্টিস যেভাবে তিন-তালাক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন- তিন-তালাক কি ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ? আদালত কি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে? তিন-তালাককে কি পবিত্র বলে মনে করব? এর কারণে কি মৌলিক অধিকার লজ্জিত হচ্ছে? পরের দিন ১২ ই মে শোনানির সময় জে.এস. খেহেরের সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ মন্তব্য করে বলেন- তিন-তালাক প্রথা বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও অসমীচীন পন্থা। পরের শোনানিতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দলিল পেশ করে আটার্নি জেনারেল মিকেল রোহিতগী বলেন- যদি সউদী আরব, ইরান ও ইরাক সমেত ২৫টি দেশে তিন তালাক প্রথার অবসান ঘটতে পারে তবে ভারতে কেন হতে পারে না?

পাঁচ সদস্য সংবলিত বেঞ্চ তালাকের বিষয়ে শোনানি সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং মামলার রায় সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। পার্সনল ল' বোর্ডের জেনালে সেক্রেটারী মৌলানা ওলী রমহানী বলেন, আদালত যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে সেটিকে শিরোধার্য করব।

প্রায় এক বছর যাবৎ দেশে অব্যাহত বিক্ষোভ ও অস্থিরতার পটভূমি সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করার পর পরের সংখ্যায় আমরা প্রকৃত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ একই সময়ে তিন তালাকের শরী গুরুত্ব কি বা কতটা? (ক্রমশঃ.....)

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর।

একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য জরুরী হল সে যখন মসজিদে ইবাদতের জন্য আসে এবং মসজিদের সুরক্ষা করার বাসনা করে তখন চার্চের সুরক্ষা করাও তার কর্তব্য । তাদের সঙ্গে প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে জীবনযাপন করাও কর্তব্য। এই শিক্ষার উপর আমল করেই ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে। * আহমদী মুসলমানদেরও একটি উপাসনাগারের প্রয়োজন ছিল, যাতে আমরা আল্লাহ তা'লার ইবাদতও করি এবং মানবতার সেবা আরও উৎকৃষ্ট পন্থায় সম্পন্ন করতে পারি। এই উদ্দেশ্যেই আমরা সর্বত্র মসজিদ বানিয়ে থাকি।

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন।

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

৮ এপ্রিল, ২০১৭ (শনিবার) লন্ডন থেকে রওনা এবং ফ্রাঙ্কফর্ট (জার্মানী)-এর সফর

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন (আই.) জার্মানির সফরে রওনা হওয়ার জন্য সকাল পৌনে দশটার সময় নিজের বিশ্রাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। হুযুরকে বিদায় জানাতে সকাল থেকেই জামাতের মহিলা ও পুরুষ সদস্যরা মসজিদ ফযল লন্ডনের বাইরের আঙিনায় সমবেত ছিলেন। হুযুর কিছু ক্ষণের জন্য তাদের কাছে উপস্থিত হন। প্রতীক্ষারত সদস্যরা হুযুরের সাক্ষাত লাভে ধন্য হন। হুযুর হাত তুলে উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে সালাম ও অভিবাদন জানিয়ে দোয়া করান। এরপর হুযুর সফরসঙ্গীদেরকে নিয়ে গাড়িতে করে ব্রিটেনের ডোভার শহরের দিকে রওনা হলেন।

ডোভার ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। লন্ডন এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষরা ইউরোপ ভ্রমণ ফেরি যোগে এই বন্দর মাধ্যমেই করে থাকে। ডোভারের ১১ মাইল পূর্বে ফল্কস্টোন এলাকায় বিখ্যাত চ্যানেল টানেল অবস্থিত যা সমুদ্রের নীচে দিয়ে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের তটবর্তী এলাকার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। এই সুড়ঙ্গের মাধ্যমে ছোট, বড় বিভিন্ন আকারের গাড়ি ট্রেন যোগে ফ্রান্সের উপকুলবর্তী শহর কালাস পর্যন্ত পৌঁছায়। আজ এই চ্যানেল টানেলের মাধ্যমে সফরের পরিকল্পনা ছিল।

লন্ডন থেকে মাননীয় রফিক আহমদ হায়াত সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ ইউ.কে. মাননীয় এজাযুর রহমান সাহেব, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মাননীয় সাহেবযাদা মির্যা ওয়াকাস আহমদ সাহেব, দফতর ওকালুত তাবশীর থেকে মাননীয় ইখলাক আহমদ আঞ্জুম সাহেব, দফতর প্রাইভেট সেক্রেটারী থেকে মাননীয় গালিব জাভেদ সাহেব, দফতর মরকযী এডিটর থেকে মাননীয় নাসের ইনাম সাহেব, প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া মাননীয় সৈয়্যদ আহমদ নাসের সাহেব, নায়েব অফিসার সিকিউরিটি এবং খুদ্দামের সিকিউরিটি টিম হুযুর আনোয়ারকে বিদায় জানাতে চ্যানেল টানেল পর্যন্ত সফরসঙ্গী ছিলেন। প্রায় এক ঘন্টা পঁচিশ মিনিট সফরের পর সোওয়া এগারোটার সময় চ্যানেল টানেল পৌঁছান। লন্ডন থেকে সঙ্গে আসা সদস্যগণ হুযুরকে বিদায় জানান। একটি বিশেষ প্রোটোকল ব্যবস্থার অধীনে ইমিগ্রেশনের পর প্রায় পৌনে বারোটার সময়

গাড়িগুলিকে ট্রেনে চাপানো হয়। চ্যানেল টানেলে যে সমস্ত ট্রেন চলাচল করে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি দুইতল বিশিষ্ট। একটি ট্রেনে ১৮০টিরও বেশি গাড়ি চাপানো হয়। ট্রেন নির্দিষ্ট সময় অনুসারে ১২ টার সময় ঘন্টায় ১৪০ কিমি গতিবেগে ফ্রান্সের উপকূলবর্তী শহর কালাস-এর উদ্দেশ্য রওনা হয়।

এই সুরঙ্গটি ৩১ মাইল দীর্ঘ এবং এর মধ্যে ২৪ মাইল অংশ সমুদ্রের নীচে। এই সুরঙ্গের গভীরতম অংশটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৭৫ মিটার গভীর। জলের তলায় নির্মিত টানেলগুলির মধ্যে এখনও পর্যন্ত এটিই দীর্ঘতম। প্রায় ৩৫ মিনিটের সফরের পর ফ্রান্সের স্থানীয় সময় অনুসারে ১টা ৩৫ মিনিটে ট্রেনটি সেখানে পৌঁছে যায়। ট্রেন দাঁড়ানোর প্রায় পাঁচ মিনিট পর গাড়ি গুলি ট্রেন থেকে নামানো হয় এবং এর পর মোটর ওয়েতে সফর শুরু হয়। পূর্ব নির্ধারিত প্রেগ্রাম অনুযায়ী এখান থেকে কয়েক কিমি দূরত্বে একটি পেট্রোল পাম্পের পার্কিং এরিয়ায় জার্মানীর জামাত থেকে আগত দলটি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অভ্যর্থনা জানায়।

জার্মানী থেকে আমীর সাহেব মাননীয় আব্দুল্লাহ ওয়াগাস হাউযার সাহেব, জার্মানির মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় হায়দার আলি যাফর সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারী মাননীয় মহম্মদ ইলিয়াস সাহেব মজুকা, মুবাল্লিগ সিলসিলা মাননীয় জারিউল্লাহ্ সাহেব, সহকারী জেনেরাল সেক্রেটারী মাননীয় এহিয়া যাহেদ সাহেব, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানী মাননীয় হাসানাত আহমদ সাহেব, মহতামিম উমুমী মাননীয় ডক্টর আতহর জুবের সাহেব, মাননীয় আব্দুল্লাহ্ সাপরা সাহেব এবং মাননীয় হামাদ আহমদ সাহেব খুদ্দামদের সিকিউরিটি টিমের সঙ্গে হুযুরকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) গাড়ি থেকে নীচে পা রাখা মাত্রই জার্মানীর আমীর সাহেব আব্দুল্লাহ ওয়াগাস হাউযার সাহেব এবং মুবাল্লিগ ইনচার্য মাননীয় হায়দার আলি যাফর সাহেব এবং জার্মনী থেকে আগত প্রতিনিধি দলের অন্যন্য সদস্যগণ হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করেন। এরপর সফর শুরু হয়। জার্মানী থেকে আসা তিনটি গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ি রক্ষকের ভূমিকা নিয়ে সম্মুখভাগে থেকে পথ দেখাতে থাকে এবং বাকি খুদ্দামদের দুটি গাড়ি কাফিলার পিছনে পিছনে আসতে থাকে। হুযুরের যাত্রীদলটি কালাস থেকে ৫৫ কিমি দূরত্ব অতিক্রমের পর ফ্রান্সের সীমা পার করে বেলজিয়ামে প্রবেশ করে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী সীমা অতিক্রম করে আরও ৫৫ কিমি যাওয়ার পর মোটর ওয়ের ধারেই একটি রেস্টুরেন্টে যোহর ও আসরের নামায এবং দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জার্মানীর খুদ্দামদের একটি দল এই কাজগুলি পরিচালনা করার জন্য আগে থেকেই সেখানে নিযুক্ত ছিল। প্রায় তিনটের সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) এখানে আসেন। হোটেলের একটি পৃথক হলঘরে যোহর ও আসরের নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামায এবং দুপুরের খাওয়ার পর সাড়ে চারটার সময় এখান থেকে ফ্রাঙ্কফর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বেলজিয়ামে আরও ২২৩ কিমি পথ চলার পর সীমা অতিক্রম করে জার্মানী প্রবেশ করেন। বর্ডার থেকে মাত্র দশ মিনিটের দূরত্বে জার্মানীর শহর আখানাবাদ অবস্থিত। এখানে একটি একটি রেস্টুরেন্টে পার্কিং এরিয়ায় কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরাম দেওয়া হয়। এখান থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টের দূরত্ব ৩৬০ কিমি। প্রায় দুই ঘন্টা সফরের পর হুযুর আনোয়ার জার্মানীর জামাতের কেন্দ্রস্থল 'বায়তুস সুবুহ' ফ্রাঙ্কফুর্টে পদার্পণ করেন।

হুযুর আনোয়ার গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং আশপাশের জামাত এবং জার্মানীর বিভিন্ন শহর থেকে আগত জামাতের সদস্যরা হুযুরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। একই রঙের পোশাক পরিহিত কচি ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন গ্রুপ দোয়া সংবলিত নযম ও অভ্যর্থনা গীত উপস্থাপন করছিল। অনুরাগ ও আবেগের উচ্ছাসে চতুর্দিক থেকে হাত উঠছিল এবং 'আহলাওঁ ও সাহলাওঁ ও মারহাবা ' (স্বাগতম) ধ্বনি মুখরিত হচ্ছিল। ফ্রাঙ্কফুর্টের স্থানীয় আমীল মাননীয় ইদরীস আহমদ সাহেব এবং মুবাল্লিগ সিলসিলা আশরফ যিয়া সাহেব এবং মাননীয় আব্দুস সামী সাহেব হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানিয়ে মুসাফা করেন। যারা হুযুরকে অভ্যর্থনা জানান তারা ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে এসেছিলেন এছাড়াও দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল ও শহর থেকে যারা এসেছিলেন সেগুলির নাম হল-

ওয়াইস বাডেন-এর গ্রস গেরাও।

রুসেল শেম এর ব্যাড হোমবার্গ

হ্যানাও এর রনহ্যাম

ওবাররেসাল এর ম্যানটাল

এস্কবর্ন এর মর্ফিলডিন এবং ফ্রিডবার্গ

হুযুর আনোয়ার হাত উঁচু করে সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে বিশ্রাম কক্ষের দিকে প্রস্থান করেন।

হুযুর আনোয়ারের অভ্যর্থনার জন্য জার্মানির বিভিন্ন জামাত থেকে যে সমস্ত মহিলা ও পুরুষ এসেছিলেন তারা সকলে হুযুরের নেতৃত্বে নামায মগরিব ও এশা পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এদের মধ্যে একটি বড় অংশ এমন মানুষের যারা চলতি বছরে পাকিস্তান থেকে কোন ভাবে এখানে পৌঁছেছে। তাদের জীবনে হুযুরের নেতৃত্বে এটিই ছিল প্রথম নামায। প্রত্যেকে তাদের সৌভাগ্য লাভে যারপরনায় আনন্দিত ছিল এবং এই বরকতপূর্ণ মুহূর্ত লাভে ধন্য হচ্ছিল যা তাদের জীবনে প্রথম ঘটছিল এবং তাদেরকে জীবন সুধা পান করাচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'লার এই নেয়ামত, বরকত ও পুরস্কাররাজি আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ও সন্তান-সন্ততিও এই ঐশী নেয়ামত লাভে ধন্য হোক। আমীন।

৯ই এপ্রিল, ২০১৭, (রবিবার)

হুযুর আনোয়ার (আই.) সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে ফজরের নামাযের জন্য আসেন। নামাযের পর তিনি পুনরায় বিশ্রামকক্ষের চলে যান। সকারে হুযুর আনোয়ার কিছু অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত থাকেন।

পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত

প্রোগ্রাম অনুযায়ী সাড়ে ১১টার সময় হুযুর আনোয়ার নিজের অফিসে আসেন এবং এরপর পরিবার বর্গের সাথে সাক্ষাত পর্ব শুরু হয়। আজ সকালের অধিবেশনে ৩৮ টি পরিবারের ১৪৩ জন সদস্য হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই পরিবার গুলি জার্মানির ৩৫ টি জামাত থেকে এসেছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি পরিবার অনেক দূরের পথ অতিক্রম করে এখানে পৌঁছেছিল।

আজ সাক্ষাত লাভকারী পরিবার গুলির মধ্যে একটি বড় সংখ্যা তাদের ছিল যারা পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছে এবং নিজেদের জীবনে এই প্রথম হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করছে। সকলে আনন্দে বিভোর ছিল, কেননা এটি ছিল তাদের জীবনের প্রথম দিন যখন তারা নিজেদের প্রিয় ইমামের সান্নিধ্যে কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করছিল। এটি তাদের সারা জীবনের জন্য পাথেয় থাকবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকে বরকত সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসছিলেন। তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট মনের প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হল এবং এই বরকতপূর্ণ মূহুর্তটি তাদের পরিতৃপ্ত করে গেল। সাক্ষাত পর্বের এই অনুষ্ঠান দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে।

পরিবারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাত

প্রোগ্রাম অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টায় পুনরায় পরিবারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ শুরু হয়। আজ ৩২ টি পরিবারের মোট ১৩৭ জন সদস্য তাদের প্রিয় ইমামের সাক্ষাত লাভের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। প্রত্যেক পরিবার হুযুরের সঙ্গে ফটো তোলার সুযোগ লাভ করে। হুযুর আনোয়ার শিক্ষারত বাচ্চাদেরকে কলম উপহার দেন। এবং কচি বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন। জার্মানীর বিভিন্ন জামাত ছাড়াও বিদেশ থেকে আগত জামাতের সদস্যবর্গরাও হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করেন। যেমন-পাকিস্তান ও কানাডার সদস্যগণ। এই প্রোগ্রাম রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত চলতে থাকে।

আমীনের অনুষ্ঠান

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) ৮টা ১৫ মিনিটে মসজিদের হলঘরে আসেন যেখানে প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমীনের অনুষ্ঠান হয়। হুযুর আনোয়ার মোট ২৬ জন বালক ও বালিকার কাছ থেকে কুরআন করীমের একটি করে আয়াত শোনেন এবং পরিশেষে তিনি দোয়া করান।

****

১০ই এপ্রিল, ২০১৭ (সোমবার)

মসজিদ বায়তুল আফিয়াত-এর শুভ উদ্বোধন

আজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী ওয়ালডশাট টিনজেন শহরে মসজিদ বায়তুল আফিয়াতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। হুযুর আনোয়ার দশটা ৪০ মিনিটে বিশ্রামক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ইজতেমায়ী দোয়া করান। এরপর হুযুরের সফরদলটি রওনা দেয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ওয়াল্ড শাট

শহরের দূরত্ব ৩৭০ কিলোমিটার। প্রায় ৪ ঘন্টা ২০ মিনিট সফরের পর হুযুর আনোয়ার বার্চারে আসেন। পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান অনুযায়ী মসজিদে উদ্বোধনের কারণে এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সওয়া চারটের সময় হুযুর বায়তুল আফিয়াতের জন্য রওনা হন। পাঁচ মিনিটের সফর করে তিনি মসজিদ বায়তুল আফিয়াতে পৌঁছে যান।

স্থানীয় জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হুযুরের আগমণের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে নিজেদের প্রস্তুতিতে মগ্ন ছিল। হুযুর আনোয়ার এই প্রথম তাদের শহরে পদার্পণ করতে চলেছেন। তাদের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত আনন্দের। প্রত্যেকেই উৎফুল্ল বদনে পুলকিত নয়নে হুযুরের পথ চেয়ে ছিল। আজ আশেপাশের জামাতের মানুষও সমবেত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার গাড়ি থেকে নেমে আসা মাত্রই জামাতের সদস্যগণ পরম উদ্দীপ্ত কণ্ঠে নিজেদের প্রিয় ইমামকে অভিবাদন ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে থাকল। কচিকাচাদের বিভিন্ন গ্রুপ অভিবাদন গীত উপস্থাপন করল। ছোট বড় প্রত্যেকে হাত নাড়িয়ে হুযুরকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। মহিলারাও নিজেদের প্রিয় ইমামকে চাক্ষুস দর্শন করে ধন্য হচ্ছিল। একজন তিফল (বালক) মামুন আখতার হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে ফুলের তোড়া উপস্থাপন করে।

সদর জামাত ইমরান বাশারত সাহেব, রিজিওনাল আমীর নাসীর বার্মী সাহেব এবং এই অঞ্চলের মুবাল্লিগ সিলসিলা শাকীল আহমদ সাহেব উমর হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে স্বাগত জানান এবং করমর্দন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট হলঘরের দিকে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায পড়ান। এরপর মসজিদের উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার কিছুক্ষণের জন্য মসজিদে উপবিষ্ট থাকেন। সেই সময় স্থানীয় জামাতের সকল সদস্য হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করেন। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সদর জামাত বলেন, এই জামাতের জনসংখ্যা ১২১ জন। আজকে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আশেপাশের জামাত থেকেও মানুষ এসেছেন। সুইজারল্যান্ডের সীমা এখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে। সুইজার ল্যান্ড থেকে আমীর সাহেব এবং অন্যান্য কিছু সদস্য মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মহিলাদের হলঘরে আসেন। বালিকাদের গ্রুপ দোয়া সংবলিত নযম উপস্থাপন করে। মহিলারা হুযুরের যিয়ারত করেন। হুযুর বাচ্চাদেরকে স্নেহভরে চকলেট উপহার দেন। এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের বাইরের অংশে এসে একটি চারাবৃক্ষ রোপন করেন। প্রাদেশিক টিভি চ্যানেল এস.ডবলিউ.আর ফ্রেইবার্গ এর এক মহিলা সাংবাদিক মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রমহিলা হুযুরের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এটি একটি ছোট শহর, এখানে আপনার মসজিদ নির্মাণের পেছনে উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন- ইবাদত করার জন্য আহমদীদের এখানে একটি জায়গার প্রয়োজন ছিল, যেরূপ ইহুদীদের 'সাইনাগগ' হয়ে থাকে। খৃষ্টানদের গির্জাঘর হয়ে থাকে। প্রত্যেক ধর্মের নিজের নিজের উপাসনাগার থাকে। আমাদের ইবাদতের জন্য একটি মসজিদের প্রয়োজন ছিল যাতে আমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে পারি এবং মানবতার সেবা করতে পারি।

*সাংবাদিক দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি এখানে পারস্পরিক শান্তির বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং শান্তির প্রসার ঘটাবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: আমাদের বার্তাই হল শান্তি ও ভালবাসার। আর এটিই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। আমাদের প্রচেষ্টা হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পৃথিবীবাসীর সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরা। এই কাজটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর স্থানীয় মজলিসে আমলা এবং জামাতের পদাধিকারীগণ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে গ্রুপ ফটো তোলেন। এরপর বেলা পাঁচটার সময় হুযুর আনোয়ার হোটেলে ফিরে যান। মসজিদ সংলগ্ন একটি উন্মুক্ত জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে মসজিদ বায়তুল আফিয়াতের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৬টা ১৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় শাকীল আহমদ সাহেব, মুবাল্লিগ সিলসিলা। এবং তিলায়াতকৃত অংশের জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

* এরপর আব্দুল্লাহ্ ওয়াগাস হাউযার সাহেব, আমীর জামাত জার্মানী, পরিচিতি জ্ঞাপন মূলক বক্তব্য রাখেন। আমীর সাহেব অতিথি বর্গকে স্বাগত জানিয়ে এই শহরের পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন এখানকার কাউন্টি ওয়াল্ডশাট টিনজেন-এর জনসংখ্যা এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার। এবং এই ওয়াল্ডশাট শহরের জনসংখ্যা হল ২৪ হাজার। এই শহর জার্মানীর প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে একটি। ১২৫৬ সালে এই শহরের গোড়াপত্তনের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই শহরের একটি অংশ জার্মানীল বিখ্যাত জঙ্গল 5cWARZWALD এ অর্থাৎ ব্ল্যাক ফরেস্টে এবং অপর প্রান্তটি সুইজারল্যান্ডের সীমানায় গিয়ে মিলেছে। ওয়াল্ডশাট শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৪৬ মিটার উচ্চতায় অবস্থান করছে। এই শহরে ১৯৮৫ সাল থেকে আহমদীদের বসতি স্থাপন আরম্ভ হয় এবং ১৯৮৬ সালে রীতিমত জামাত অস্তিত্ত লাভ করে। জামাত এখানে খিদমতের কাজে অগ্রণী থাকে। প্রত্যেক বছর বছরের শুরুতে জামাত শহরটিকে পরিস্কার করে। মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে আমীর সাহেব বলেন- শহরের ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে। নির্মাণকালে স্থানীয় প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ অত্যন্ত উদরতার পরিচয় দিয়ে জামাতকে নিজেদের জায়গায় জুমার নামায ও ঈদের নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। মসজিদ বায়তুল আফিয়াত যেখানে নির্মিত হয়েছে সেই জায়গায় পূর্বে একটি মার্কেট ছিল। জমিটির আয়তন ১৮৮ বর্গমিটার যা এক লক্ষ ১৮ হাজার ইউরোর বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছে। ২৩ শে মার্চ ২০১৬ সালে মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এবং ২০১৭ সালের ১০ ই এপ্রিল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। মসজিদের দুটি হলঘর রয়েছে। যেগুলির আয়তন ১০১.৭ বর্গমিটার। মিনারের উচ্চতা ৭ মিটার। মহিলা ও পুরুষদের জন্য দুটি পৃথক পৃথক হলঘর ছাড়াও একটি অফিস বানানো হয়েছে এবং একটি রান্নাঘরও তৈরী করা হয়েছে।

* আমীর সাহেবের বক্তব্যের পর লর্ড মেয়রের প্রতিনিধি সিলভিয়া ডোবল সাহেবা নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি সিটি কাউন্সিলের মেম্বার এবং সোশাল পার্টি এস.ডি.পি-রও মেম্বার। তিনি বলেন: মহাসম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমি সর্ব প্রথম খলীফাতুল মসীহকে স্বাগত জানাই এবং লর্ড মেয়রের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এই কারণে যে, তিনি অন্য একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গেছেন। যে জন্য তিনি এখানে আসতে পারেন নি। আমি নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য আপনাদের সাধুবাদ জানাই। এই মসজিদটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। বাহ্যিকভাবে চিন্তাভাবনা করার জন্য এবং আত্মপর্যালোচনা করার জন্য এই ভবনটি অত্যন্ত উপযুক্ত মনে হচ্ছে। আমি শহরের মানুষদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে, আপনি আমাদের জন্য মসজিদ দেখার সুযোগ আপনাদের রীতি রেওয়াজ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন। আমি মনে করি এই মসজিদরূপে আপনি আমাদের শহরকে একটি হীরকখণ্ড উপহার দিয়েছেন। মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পূর্বে যারা এই ভবনটির দশা দেখেছিল তারা এখন নিশ্চয় আনন্দিত হবে যে, এই ভবনটিকে একটি সুন্দর মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি এই জন্য জামাতকে ধন্যবাদ জানাই যে, আপনারা আমাদের জন্য নিজেদের দরজা খোলা রেখেছেন এবং আপনাদের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। কেননা এখানে একাধিক ধর্ম আছে, এবং একে অপরকে খোলাখুলিভাবে নিজেদের ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে বলা আবশ্যক। আমি এবিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে, সমস্ত ধর্মের মানুষ যেন পরস্পর শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে। আমার বাসনা জামাত আহমদীয়া যেন উন্নতি লাভ করে। যেভাবে আপনারা সহযোগিতা করেছেন এবং সুসম্পর্ক রেখেছেন ভবিষ্যতেও এমন সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক থাকবে। মসজিদের উপর লিখিত আপনাদের কলেমা সম্পর্কে শহরের মানুষের মনে কিছু ভীতি ও সংশয় ছিল। আপনাকে ধন্যবাদ এই জন্য যে, আপনি নিজেই সে সংশয় দূর করেছেন এবং আপনি বলেছেন যে এই পৃথিবীর স্রষ্টা একজনই। যিনি সকলের স্রষ্টা। আমি ক্ষমাপ্রার্থী যে আমার মনে এমন ভীতি ও সংশয় তৈরী হয়েছিল। পরিশেষে ভদ্রমহিলা বলেন, আমার বাসনা আপনাদের মসজিদ সব সময় আবাদ থাকুক এবং এখানে যেন অনেক মানুষ আসে। (ক্রমশঃ......)

প্রথম খুতবার শেষাংশ....

মোটকথা তার সমস্ত কিছুই) শাসন-ক্ষমতাও রিযকের অন্তর্গত। উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীও রিযকেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যা কিছু আমরা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। অর্থাৎ খাদ্যবস্তু থেকে খাদ্যবস্তু, জ্ঞান থেকে জ্ঞান এবং চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্য থেকে কিছু গুণাবলী দিয়ে থাকে। জ্ঞান দান করার অর্থ তো এখানে স্পষ্ট। স্মরণ রেখ যে, কেবল সে-ই কৃপণ নয় যে নিজের ধন-সম্পদ থেকে কিছু অংশ অভাবী মানুষকে দেয় না বরং সেই ব্যক্তিও কৃপণ যাকে আল্লাহ্ তা'লা যাকে জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু সে অপরকে শেখানোর ক্ষেত্রে দ্বিধা করে।" (কয়েক প্রকারে কৃপণ রয়েছে। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে কোন উপায়ে নিজের কাছে থাকা শক্তি-সামর্থ্য ও ধন-সম্পদকে গোপন করে সে কৃপণ) " নিজের জ্ঞান ও কলাকৌশল যদি কাউকে শিখিয়ে দেয় তবে তার সম্মান ও গুরুত্ব কমে যাবে বা তার উপার্জন কমে যাবে- কেবল এমন চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে কাউকে নিজের জ্ঞান ও কলাকৌশল না শেখানো শিরক। কেননা এমতাবস্থায় সে নিজের কলাকৌশল ও জ্ঞানকেই রিযক ও খোদা মনে করে থাকে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলীকে কাজে লাগায় না সেও কৃপণ। চারিত্রিক গুণাবলী দান বলতে বোঝায় যে সমস্ত উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী খোদা তা'লা আমাদেরকে কেবল নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন, সেগুলি তার সৃষ্টির সামনে উপস্থাপন করা। (যে সমস্ত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে দিয়েছেন সেগুলিকে প্রথমতঃ নিজে অর্জন করে মানুষের সামনে প্রকাশ করা।

আল্লাহ্ তা'লা যে রিযক দান করেছেন তার থেকে দেওয়ার নামান্তর) "তারা এই নমুনা দেখে নিজেও এই চারিত্রিক গুণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে।" মানুষ যখন নিজের চারিত্রিক গুণাবলীর নমুনা স্থাপন করবে তখন অন্যান্য মানুষও চরিত্রবান হওয়ার চেষ্টা করবে। চারিত্রিক গুণাবলী বলতে কেবল কোমল ভাষার প্রয়োগকেই বোঝায় না, বরং বীরত্ব, নম্রতা এবং পবিত্রতা- মানুষকে যতগুলি শক্তি-বৃত্তি দান করা হয়েছে সেগুলি সবই চারিত্রিক গুণাবলী বা শক্তি। যথাস্থানে সেগুলির প্রয়োগই তাদেরকে চরিত্রবান করে তোলে। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩৫-৪৩৬)

জামাতের সদস্যদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য উপদেশ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীকে নিজের চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে দেখায়। সে পূর্বে কি অবস্থায় ছিল আর এখন কেমন হয়েছে, অর্থাৎ সে এক নিদর্শন দেখায়। প্রতিবেশীর উপর এর উৎকৃষ্ট প্রভাব পড়ে। আমাদের জামাত সম্পর্কে মানুষ আপত্তি করে যে, আমরা জানি না যে কি উন্নতি হয়েছে এবং অপবাদ আরোপ করে যে, আমরা খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপ করি এবং আমরা ক্রোধের দাসত্ব করি। এটি কি তাদের জন্য লজ্জার বিষয় নয় যে মানুষ উৎকৃষ্ট মনে করে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যেভাবে পিতার এক যোগ্য সন্তান পিতার খ্যাতি বৃদ্ধি করে, কেননা বয়াতকারী পুত্র সদৃশ। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে মোমেনদের মাতা রূপে অভিহিত করা হয়েছে।, যেহেতু হুযুর (সা.) সকল মোমেনীন গণের পিতা। দৈহিক পিতা পৃথিবীতে মানুষের আসার এবং ভৌতিক জীবনের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা মানুষকে উর্দ্ধলোকে নিয়ে যায় এবং সেই প্রকৃত কেন্দ্রের দিকে পথ-প্রদর্শন করে। আপনি কি পছন্দ করেন যে, কোন পুত্র তার পিতার সুনাম হানি করুক? (বিভিন্ন অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। আপনাদের মধ্যে ত্রুটি আছে, এর অর্থ এই নয় যে, আপনারা জামাতের সুনাম হানি করছেন। কেউ কি কখনো চাইবে কোন পুত্র তার সুনাম হানি করুক।) " পতিতালয়ে যাবে? জুয়াবাজি করবে, মদ্যপান করবে বা এমন গর্হিত কর্মে লিপ্ত হবে যা পিতার সুনাম হানির কারণ হবে? আমি জানি কোন মানুষ এমন হতে পারে না যে এই কাজকে পছন্দ করবে। কিন্তু যখন কোন অযোগ্য সন্তান এমন কর্ম করে তখন মানুষের মুখ বন্ধ হয় না। (যদি এমন কেউ করে মানুষ তার দিকে আঙুল তোলে) মানুষ তার পিতার দিকে সম্পৃক্ত করে বলবে যে, অমুক ব্যক্তির ছেলে অমুক অপকর্ম করে। অতএব সেই অযোগ্য সন্তান নিজেই পিতার সুনাম হানির কারণ হয়। অনুরূপভাবে যখন কোন ব্যক্তি একটি জামাতে প্রবেশ করে এবং সেই জামাতের মহত্ব ও সম্মানের প্রতি যত্নবান হয় না এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করে তবে সে আল্লাহর নিকট শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে। কেননা, সে কেবল নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনে না বরং অন্যদের জন্যও নিকৃষ্ট নমুনা হয়ে তাদেরকে সৌভাগ্য ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখে।" অতএব যতদূর আপনাদের শক্তি ও সামর্থ্য আছে খোদা তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং নিজের পূর্ণ শক্তি ও উদ্যম সহকারে নিজের দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করুন। যেখানে অপারগতা আসে, সেখানে নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়ার জন্য হাত উঠাও। কেননা, অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে করা দোয়া যা নিষ্ঠা ও বিশ্বাস প্রণোদিত হয়ে থাকে তা ব্যর্থ হয় না। আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমার হাজার হাজার দোয়া গৃহীত হয়েছে এবং এযাবৎ হয়ে চলেছে। এটি একটি নিশ্চিত বিষয় যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে স্বজাতির জন্য সহমর্মিতার আবেগ অনুভব না করে তবে সে কৃপণ। আমি যদি কল্যাণ ও মঙ্গলের একটি পথ দেখতে পাই, তবে আমার কর্তব্য হল সকলকে ডেকে ডেকে সেই পথ সম্পর্কে অবগত করা। এবিষয়ের পরওয়া করা উচিত নয় যে কেউ এর উপর আমল করছে কি না?"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৪৬-১৪৭)

অতএব আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম থেকে প্রমাণ হওয়া উচিত যে, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়াত করে নিজেদের মধ্যে চারিত্রিক পরিবর্তন করেছি, পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছি। মানুষকে এবিষয়ে অবগতও করুন, এটিই তবলীগের মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে নিজেদের চরিত্রের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের, আঁ হযরত (সা.)-এর উত্তম আদর্শকে সামনে রাখার এবং সব সময় উচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অভিপ্রায় অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালনকারী হই।

নামাযের পর দু'টি জানাযা গায়েব পড়াব। প্রথম জানাযা হল মাননীয় লুতফুর রহমান সাহেব অফ আমেরিকার, যিনি মাননীয় মিয়াঁ আতাউর রহমান সাহেবের পুত্র ছিলেন। ২৭ শে মে, ২০১৭ তারিখে তিনি তাঁর মৃত্যু হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁর সম্পর্ক ভেরার সঙ্গে ছিল। তাঁর পিতামহ হযরত মিয়াঁ করীম দ্বীন সাহেব (রা.) মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন যিনি ১৮৯৪ সালে বয়াত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী, মরহুমের পিতামহী তালি বিবি হয়তো তাঁর স্বামীর সঙ্গেই বয়াত করে নিয়েছিলেন, কিন্তু তখন হয়তো তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় নি। তাঁর নাম ছিল তালে বিবি। তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন শুনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন- "যে মহিলা এই স্বপ্ন দেখেছে তার তো আমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস নেই। যদি সে আমার উপর পূর্ণরূপে বিশ্বাস রাখে তবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুত্র-সন্তান দান করবেন।" সুতরাং তিনি নিজের হাতে বয়াত করার জন্য কাদিয়ান আসেন। অতঃপর খোদা তা'লা তাকে পুত্র-সন্তান দান করেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তার নাম নাম রাখেন আতাউর রহমান। ইনি ছিলেন মিয়াঁ লুতফুর রহমান সাহেবের পিতা। তিনি দীর্ঘ সময় তালিমুল ইসলাম স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। স্কুলে আমিও তাঁর ছাত্র ছিলাম। তিনি মিয়াঁ আতাউর রহমান সাহেবের জৈষ্ঠ্য পুত্র ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্তরে খুদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের মুহতামীমের পদে খিদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি আল-মিনার ও খালিদ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন। এরপর তিনি সেরালিওন চলে যান। দীর্ঘ সময় সেখানে জামাতের স্কুলে সেবা করেছেন। এরপর অবসর গ্রহণের পর আমেরিকা চলে যান। বক্তৃতা এবং লেখনীর ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। প্রায় আল-ফযল পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। মাহমুদ হাবীব আসগর সাহেব বলেন, একবার তিনি পাকিস্তান এলে খিলাফত লাইব্রেরিতে এসে কিছু উদ্ধৃতি সন্ধান করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমেরিকা ইসলাম এবং কুরআনের উপর যে সমস্ত আপত্তি করা হয় প্রমাণসিদ্ধ উদ্ধৃতিসহকারে সেগুলির উত্তর তৈরী করে পাঠালে পত্রিকা -কর্তৃপক্ষ সাধারণত আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে আমি খিলাফত লাইব্রেরীতে উদ্ধৃতি সন্ধান করছি।

আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেবও লিখেছেন যে, তাঁর অধ্যায়নের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল। ধর্মীয় বিষয়াদিতে তাঁর গভীর দৃষ্টি থাকত। উর্দু ও ইংরেজিতে সমান দক্ষতা ছিল। উর্দুতে অনেক তথ্যসমৃদ্ধ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতেন। জ্ঞানমূলক বিষয়াদি অনুসন্ধান করার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। জামাতের লিটেরেচারসমূহকে গভীর অধ্যাবসনা সহাকারে পড়তেন। জ্ঞান পিপাসু এক ব্যক্তি ছিলেন। খলীল মুবাশ্বের সাহেব, যিনি সিরালিওনের আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ ছিলেন, তিনি বলেন, কুড়ি বছরের অধিক কাল আমরা দুজনে একত্রে কাজ করেছি। খুব নিকট থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি বিশিষ্ট মর্যাদসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর বিনয় সম্পর্কে বর্ণনা করার জন্য আমার কাছে ভাষা নেই। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন, এটি কোন অতিরঞ্জন নয়।

প্রথমে তিনি আহমদীয়া স্কুলে শিক্ষক ছিলেন পরবর্তীতে প্রিন্সিপ্যাল হন। অত্যন্ত সুন্দরভাবে যাবতীয় কাজ পরিচালনা করেছেন। নামাযে অত্যন্ত বিনয় অবলম্বন করতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতরাজির প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ছিলেন। সদকা ও খয়রাত

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 13th July, 2017 Issue No. 28

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। ১৯৮৮ সালে চতুর্থ খলীফার সিরালিওন সফরকালে তিনি উল্লেখযোগ্য খিদমত করেছেন। তিনি হুযুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এমন দর্শনীয় নমুনা স্থাপন করেছেন যা অন্যদের জন্য অনুকরনীয় ছিল। এখানে লন্ডনেও এসেছেন। আমার সঙ্গে যদিও পুরোনো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু খিলাফতের পর তার মনোভাব সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।

ফযল আহমদ শাহেদ সাহেব লিখেন, একবার এক খৃষ্টান প্রচারক 'বাও' -এ এক সমাবেশে মেকি মুজিযা পেশ করে। তিনি তার লিখিত উত্তর দেন যার কারণে সেই খৃষ্টান প্রচারক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার ফলে অ-আহমদী মসজিদের উলেমারাও আনন্দিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সঙ্গে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিকেও তার পুণ্যের উপর পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল মির্যা উমর আহমদ সাহেবের, যিনি মির্যা ডক্টর মনোয়ার আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। ৫ জুন দুপুর ২টোর সময় তাহের হার্ট ইনস্টিউট-এ ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ইনি আমার শৈশবের সঙ্গী, আমার সম বয়সী। আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম। অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আমার প্রিয়, আত্মীয়, সমবয়সী, শৈশবের খেলার সঙ্গী এবং একত্রে বেড়ে ওঠা সত্বেও খিলাফতের পর আমি তাকে দেখেছি, সম্মান প্রদর্শন ও অনুরাগের ক্ষেত্রে তিনি এক নমুনা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন।

আমাতুল কাফি সাহেবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, যিনি মেজর সৈয়্যদ সাঈদ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। ইনি হযরত মীর মহম্মদ ইসহাক সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) তাঁর নিকাহ পড়ান। তিন মেয়ে এবং দুই ছেলে সহ তাঁর পাঁচ সন্তান রয়েছে। তাঁর ছোট মেয়ে ওয়াকফা নাও। 'রিভিও অফ রিলিজিয়নে' ভাল কাজ করছে। ডক্টর ফরিহা তাঁর আরেক মেয়ে যিনি এখানে লন্ডনে থাকেন। ইনি ডক্টর হামাদ সাহেবের স্ত্রী। লাজনার বিভাগে বিভিন্ন পদে থেকে অনেক কাজ করেছেন।

এখানে মরহুমের বোন আমাতুল হাঈ সাহেবা ডক্টর হামীদুল্লাহ্ খান সাহেবের স্ত্রী। ইনিও জামাতের খিদমত করেন। জামাতে ওয়াকফ করার বাসনা ছিল। আমার খিলাফতের প্রথম দিকে আমার কাছে এসে বলেন যে, তিনি ওয়াকফ-এর জন্য পূর্বেও লিখেছিলেন। আমি তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলাম, সেই কারণে ওয়াকফ মঞ্জুর করে তাঁকে রাবওয়াতে নায়েব সদর উমুমী হিসেবে নিযুক্ত করি এবং আল্লাহ তা'লার ফযলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি কার্য সম্পাদন করেছেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, তিনি আমাকে বলছিলেন যে, ওয়াকফের জন্য চিঠি লিখেছিলাম সেটি মঞ্জুর হয়ে গেছে। এবং আমার দেওয়া দিক-নির্দেশনা গুলিও তাকে জানান যে কীভাবে সেখানে গিয়ে কাজ করতে হবে। রাবওয়ার দূরের মহল্লাগুলিতে যাওয়াও জরুরী এজন্য যে সেখানকার কিছু মানুষ নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করে। সুতরাং তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত এই দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে গেছেন। সেখানকার দরিদ্র মানুষরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী প্রকৃতির ছিলেন। যে কোন বিষয় সহজেই বুঝে নিতেন। বিচক্ষণ ছিলেন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত সুষ্ঠ উপায়ে যে কোন সমস্যার সমাধান করতেন। সদর উমুমী সাহেবও লিখেন যে, কিছু কিছু বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হত, আমরা সেটি তাঁর হাতে দিতাম। তিনি সুন্দরভাবে বিষয়টির সমাধান করে দিতেন এবং উভয়পক্ষ তাঁর কথায় সম্মত হত। বরং অনেকে বলত যদি বিচার করাতে হয় তবে তাঁর হাতে করাতে হবে। কেননা তিনি সকলের কথা শুনে অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্ত দিতেন। তিনি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের এবং প্রেমসুলভ আচরণের অধিকারী ছিলেন। আপন-পর প্রত্যেকের শিশুদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

খিলাফতের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর সন্তান এবং স্ত্রী উভয়েই একথা লিখেছে। তিনি কর্কট রোগে আক্রান্ত ছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিছুটা সুস্থ হলেই সোজা অফিসে চলে আসতেন। কেননা সম্প্রতি তিনি এখানে এসছিলেন তখন আমি তাকে নিয়মিত অফিসে যেতে বলেছিলাম। তিনি এটিকে যুগ খলীফার খলীফা আদেশরূপে শিরোধার্য করেন এবং অসুস্থতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নিয়মিত অফিসে আসতেন। অসুস্থতা সত্বেও অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর কন্যা বলেন, এখানে এসে ডাক্তারকে দেখানো হলে বলা হয় যে তাঁর রোগ অত্যন্ত ভয়াবহ। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্যদানকারী। তিনি যতদিন চাইবেন আয়ু দিবেন, আমি এ বিষয় নিয়ে চিন্তিত নই। একথা শুনে সেই ব্রিটিশ ডাক্তার আশ্চর্য্য হন। এমন রোগী ঘাবড়ে যায়, কিন্তু ইনি তো সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলছেন। অনুরূপভাবে ডক্টর নুরী সাহেব লিখেন যে, তিনি তিনটি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মধুমেহ ও হৃদরোগও ছিল, এছাড়াও তাঁর লিভার-ক্যান্সারও ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সমস্ত রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন। নুরী সাহেব বলেন একাধিক উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন যা আমি তাঁর অসুস্থতার সময় প্রত্যক্ষ করেছি। মুখে কখনো কোন অনুযোগ-অভিযোগ করতেন না। সব সময় আলহামদো লিল্লাহ বলতেন। বলতেন সব ঠিক আছে। ডাক্তার বা অতিথিরা সাক্ষাত করতে এলে ইঙ্গিত করে কাছে বসতে বলতেন। কমর সুলেমান সাহেব বলেন, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর মৃত্যুর পর আমি যখন লন্ডন আসছিলাম, আমার হাতে একটি বন্ধ খাম দিলেন যার উপর লেখা ছিল, প্রতি- খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস। খামটি হাতে দিয়ে বললেন এটি আমার বয়াতের চিঠি। যিনি খলীফা নির্বাচিত হবেন তাঁর সমীপে এটি উপস্থাপন করবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খিলাফতের ব্যবস্থাপনা অব্যাহত থাকবে এবং এটি সত্য। সদর উমুমী সাহেবও লিখেছেন যে, বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। যে কাজ দেওয়া হত, সেটি সম্পন্ন করে রিপোর্ট না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তিতে থাকতে পারতেন না। অনেকে পত্র লিখেছেন। সকলেই তাঁর বিনয়, প্রেমসুলভ আচরণ এবং খিলাফতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ও অনুরাগের কথা লিখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন এবং সন্তান-সন্ততিকেও পুণ্যের পথে চালিত করুন এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন।

(খুতবা অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম)

জামাতের খিদমতের জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। যারা সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক তারা নিম্নোক্ত শর্তবলী অনুসারের আবেদন করতে পারেন।

১) প্রত্যাশীর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই।

২) প্রত্যাশীর বয়স ২৫ বছরের নীচে হওয়া আবশ্যক। জন্ম প্রমাণ-পত্র পেশ করতে হবে।

৩) সেই সমস্ত প্রত্যাশীকেই খিদমতের সুযোগ দেওয়া হবে যারা কর্মী নিয়োগ বোর্ডের ইন্টারভিউয়ে সফলভাবে উত্তীর্ণ হবে।

৪) প্রত্যাশীকে কাদিয়ানের নুর হাসপতালের মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী সুস্থ-সবল হতে হবে।

৫) কাদিয়ান যাতায়াতের ব্যয় ভার প্রত্যাশীকে নিজেই বহন করতে হবে।

৬) যদি কোন প্রত্যাশীর নির্বাচন হয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রে তাকে কাদিয়ানে নিজের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। (নির্দিষ্ট ফর্ম নাযারাত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে চেয়ে পাঠাতে পারেন। এই ঘোষণার দুই মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদনপত্র জমা পড়বে একমাত্র সেগুলিই বিবেচনাধীন হবে।)

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:

অফিস: 01872- 501130

মোবাইল: 09815433760

ইমেল: nazrartdiwanqdn@gmail.com

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir